জীবন বৃত্তান্ত।

ইংরেজী নানা পুস্তক হইতে অনুবাদিত

শ্রীমথুরানাথ তর্করত্ন

প্রণীত

কলিকাতা।

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রচারিত।

সম্বৎ ১৯১৩।

মূল্য চারি আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন।

জীবন বৃত্তান্ত পাঠে যেরূপ মহোপকার লাভ হয়, তাহা আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করা সহজ নহে। কোন কোন মহাত্মারা অভিপ্রেতার্থ সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত যদ্রূপ অপরিসীম পরিশ্রম ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন তৎসমুদায় আলোচনা করিলে এক কালে সহস্র উপদেশের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ তত্তৎ দেশের রীতি নীতি প্রভৃতি পরিজ্ঞান হয়। অতএব যে বিষয়ের অনুশীলনে এতাদৃশ পদার্থ লাভ হয়, তাহাকে শিক্ষাকার্য্যের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, সন্দেহ নাই, এই আশয়ে আমি এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। সম্প্রতি আপাততঃ কেবল ওয়াট, কুবিয়র, হাওয়ার্ড, মঙ্গোপার্ক, আকবরসাহ, পৃথুরায়, বোনাপার্টি ও কলম্বস এই কএক মহাত্মার চরিত অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল।

বাঙ্গলায় ইঙ্গরেজির অবিকল অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম্ম, অনুবাদক অত্যন্ত সাবধান হইলেও রীতিবৈলক্ষণ্য ও মূলার্থের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে তজ্জন্য অনেক স্থানে অবিকল অনুবাদিত হইল না। তথাপি ঐ সকল দোষের ভূয়সী সম্ভাবনা আছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক বোধ হয়, ইহা বিদ্যার্থিগণের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবেক না। কিন্তু কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না।

এই পুস্তক সঙ্কলন হইলে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র-বেদান্তবাগীশ মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অন্যথাভাবে অধর্ম্ম জানিয়া অঙ্গীকার করিতেছি আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসু এবিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন, অধিক কি তিনি এরূপ না করিলে অনুবাদ করা দুরূহ হইত।

সংবৎ ১৯১৬
কলিকাতা } শ্রীমথুরানাথ শর্ম্মা

জেম্‌স ওয়াটের জীবন বৃত্তান্ত।

পূর্ব্বকালে ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি নানা জনপদের লোক বাষ্প-যন্ত্র দ্বারা জল উঠাইয়া অনেক অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু বাষ্পের যে কিপর্য্যন্ত সামর্থ্য, তাহার অনেক অংশই উক্ত যন্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ জ্ঞাত ছিলেন না, সুতরাং তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হয় নাই। এই ভূমণ্ডলে বহুতর পণ্ডিত গণ বিবিধ প্রকার যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া মানব গণের যে কিপর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন, তাহার বর্ণন বাহুল্য। বিশেষতঃ বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা মনুষ্যের যাদৃশ উপকার দর্শে ও যত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তত আর অন্য কোন যন্ত্র দ্বারা হয়না। বাষ্প দ্বারা অনায়াসেই ভূরি ভূরি অদ্ভুত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। ঐ সকল বিষয় কেবল অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন জেমস্‌ ওয়াট সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। যে চিরস্ম-

বণীয় মহানুভাবের প্রযত্ন ও পরিশ্রম এবং বুদ্ধি প্রাখর্য্য দ্বারা ক্রমশঃ বাষ্পের অসাধারণ গুণ আবিষ্কৃত হইয়া উক্ত যন্ত্রের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, আমি সেই মহাপুরুষের জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এই মহাত্মা ইংরেজী ১৭৩৬ অব্দে স্কটলণ্ড দেশে গ্রীণক নগরে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইঁহার পিতা অতি দীন হীন ছিলেন, পণ্যাজীব দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। জেমস্ ওয়াট [illegible] সন্তান হইয়াও অলোকসামান্য বুদ্ধিশক্তি, মহোৎসাহ, ধীমত্তা ও অবিচলিত অধ্যবসায় [illegible] শিক্ষা বিষয়ে ও শাস্ত্রালোচনায় [illegible] হইয়াছিলেন। অতি শৈশব কালে [illegible] প্রকৃত পদার্থ [illegible]নের অনুশীলনে তাঁহার [illegible] অনুরাগ জন্মে। প্রথমাবস্থায় তিনি শারীরিক অতিশয় অসুস্থ ছিলেন, সুতরাং প্রতিদিন শিক্ষা[illegible]র পাঠশালায় গমন ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইতেন না, কিন্তু পদার্থবিদ্যা ও শিল্প শাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনায় তিনি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ঊনবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে লণ্ডন নগরে একজন যন্ত্রকারের নিকট

বিনা বেতনে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। যত্নপূর্ব্বক সমধিক পরিশ্রম স্বীকারে ন্যূনাধিক একবৎসর তথায় কালযাপন করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় জন্মভূমি গ্রীণক নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি স্বীয় শিক্ষিত বিদ্যার আলোচনার্থে তৎসম্বন্ধীয় কতকগুলি যন্ত্র সমভিব্যাহারে শিল্পশাস্ত্র ব্যবসায়ের সঙ্কল্প করিয়া স্কটলণ্ডের অন্তর্গত গ্লাসগো নামক নগরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তত্রস্থ শ্রমজীবীমধ্যে এই প্রণালী ছিল যে, তত্রত্য শ্রেণী ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি শিল্পশাস্ত্র ব্যবসায় করিতে পারিবেক না। উক্ত নিয়মানুরোধে, সুতরাং তিনি শিল্পশাস্ত্র ব্যবসায় করিতে বিরত হইলেন।

জামেইকা নামক উপদ্বীপস্থ কোন ধনাঢ্য গ্লাসগো নগরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ দূরবীক্ষণ প্রভৃতি কতকগুলি যন্ত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত যন্ত্র আনয়ন কালে পথিমধ্যে তাহার কোন কোন অংশ ভগ্ন হইয়া যায়। তৎপরিশোধনার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কর্তৃক ওয়াট আশ্বাসিত হইলেন, এবং অনতিবিলম্বেই বিশিষ্ট সমাদর পূর্ব্বক উক্তকার্য্য সম্পাদ-

কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বিশেষ অধ্যবসায় ও নৈপুণ্য প্রভাবে উক্ত কার্য্য সুচারুরূপে করাতে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং তদবধি তাঁহাকে তত্রত্য যন্ত্রনির্ম্মাতার পদে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু মাসিক বেতন যাহা তিনি প্রাপ্ত হইতেন, তদ্দ্বারা তাঁহার নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়াও সুকঠিন হইয়া উঠিল। পরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের সহিত সর্ব্বদাই নানা বিষয়ের পর্য্যালোচনা করাতে তাঁহার বিলক্ষণ জ্ঞানের প্রকাশ হইতে লাগিল ক্রমে ক্রমে বিবিধ বিদ্যাতে পারদর্শিতা জন্মিল। কিয়দ্দিন অন্তর জেমস ওয়াট উক্ত দেশ বাসিনী এক মনোহর পরমরূপবতী কামিনীকে বিবাহ করিয়া ঐ স্থানে বসতি করিলেন, এবং বাণিজ্যাদি কার্য্যে অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে [illegible] পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তদ্দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার সেই দুরবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। জেমস ওয়াট, দিবসে বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সায়ং কালে পাঠ [illegible] শাস্ত্রচিন্তায় কালক্ষেপ করিতেন, এই সময়ে গ্লাসগো নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ একটা

বাষ্পীয় যন্ত্র অতিশয় জীর্ণ হওয়ায় তাহাঁর নিকট সংস্কার জন্য পাঠাইয়া দিলেন তিনি ও বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সেই কলটির সমুদয় অংশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, [illegible] তাঁহার বিলক্ষণ অনুভব হইল যে এক্ষণে এই যন্ত্র দ্বারা [illegible] উত্তান যাইবেক, [illegible] [illegible] জল উত্থিত হইবেক, [illegible] [illegible] অতএব অতি যত্ন পূর্ব্বক ঐ কলের যে যে অংশ ভগ্ন হইয়াছিল, এবং যে যে অংশের নূতন প্রস্তুত করা আবশ্যক বিবেচনা [illegible] [illegible] [illegible] আবশ্যক [illegible] নতুবা [illegible] [illegible] [illegible] অনায়াসে বাষ্পীয় [illegible] যাহাতে প্রায় সকল কার্য্যই নির্ব্বাহ হইতে [illegible] এমত কোন নূতনতর অনুসন্ধান [illegible] [illegible] পূর্ব্বক ঐ যন্ত্রের [illegible] [illegible] [illegible] কোন প্রকারে শ্রীবিদ্যাসাগর চন্দ্র [illegible]

ভূতাভূত করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন।

জেম্‌স্‌ ওয়াট, বাষ্পের ক্ষমতা প্রকাশ করিতে প্রায় যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, কর্ণগোচর হইলে অসম্ভব বোধ হইবে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক বাষ্পবিদ্যা সংক্রান্ত এমন কোন বিষয় ছিল না যে তিনি তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই এবং তাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই। অতএব বাষ্পযন্ত্র দ্বারা যে সকল অনির্বচনীয় উপকার সমুদ্ভাবিত হইয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন জেম্‌স্‌ ওয়াটের বুদ্ধি ও প্রাখর্য্য ও উ... তাহার মূলীভূত কারণ। কিন্তু ... সময় জেম্‌স্‌ ওয়াটের ... সাধারণের যে পর্য্যন্ত উপকার হইবে ... কখন মনুষ্যগণের হৃদয়ঙ্গম ... নাই। ... যন্ত্রের ঐরূপ বিশেষ উন্নতি ... করিয়াছিলেন, ... তদ্রূপ শ্রীবৃদ্ধি হইল না ... বাঘাত ঘটিল। ... উপার্জ্জন ... তদ্দ্বারা ভরণ ... মাত্র চলিত, অধিক কি, তাঁহাকে ... অবস্থায় কালক্ষেপ করিতে হইয়াছিল।

১৭৬৯ অব্দে ডাক্তর রোবক প্রস্তরাঙ্গার উত্তোলন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া, মনস্থ করিলেন যে বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা অস্মৎ কার্য্যের অবশ্যই উপকার হইতে পারিবেক, সন্দেহ নাই। এই বিবেচনা করিয়া তিনি জেমস ওয়াট সাহেবকে বৃহদ্বৃহৎ বাষ্পীয় যন্ত্র প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলেন এবং তন্নিরূপিত সমস্ত ব্যয়ানুকূল্য করিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। অধিকন্তু তিনি স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে তাঁহার নিকট স্বীকার করিলেন যে, এই যন্ত্র দ্বারা যে সমস্ত অর্থাগম হইবেক, তন্মধ্যে তৃতীয়াংশ আপনি প্রাপ্ত হইবেন। অনন্তর ডাক্তর রোবক তত্রস্থ ভূপতির অনুমত্যনুসারে এইরূপ ঘোষণা দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাইলেন যে, কোন ব্যক্তি বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ রাজদণ্ডার্হ হইবেক। ডাক্তর রোবক উক্ত যন্ত্রদ্বারা কয়লার খণিতে অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আপনার মনস্কামানুযায়ী বিলক্ষণ ফল ভোগ করিলেন, কিন্তু নিরূপিত অংশ প্রাপ্ত হইয়াও সেই অল্প অর্থ দ্বারা ওয়াটের দুরবস্থা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না।

১৭৭৪ অব্দে ডাক্তর রোবকের কার্য্যের বাঙ্গলা

রওয়াক্‌ তদ্বিষয়ক প্রচুর ব্যয়ের আনুকূল্য করিতে
ব্যাপারায় ওয়াটের সহিত তিনি যেরূপ আংশিক
কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহা এক কালে রহিত ক-
রিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং তাঁহাদ্বারা ওয়াটের
যাহাকিছু প্রত্যুপকার হইত, তদ্বিষয়ে তিনি এক-
কালীন নিরাশ হইলেন। জেম্‌স ওয়াট পুনরায় চিং-
তার্ণবে ভাসিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার উ-
দর পূর্ত্তি হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। তাঁহার অ-
ভিলাষ ছিল যে বিবিধ কার্য্য সম্পাদনার্থ নানা
প্রকার বাষ্প যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করত জী-
বন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন কিন্তু প্রচুর অর্থ ব্যতি-
রেকে তিনি কখনই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে-
না, সুতরাং যন্ত্র অগ্রসর হইতে অশক্ত হওয়ায়
তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইল না। পরে বর্ম্মিংহেম
নগরস্থ বোলটন নামক এক জন ধনাঢ্যের সহিত
তিনি দ্বিতীয় বার বাষ্পীয় যন্ত্র বিষয়ক কার্য্যারম্ভ
করিলেন এবং তদুপলক্ষে এক খানি প্রতিজ্ঞা-
পত্র লিপিবদ্ধ হইল, তাহাতে এই রূপ স্থির
নিরূপিত হইয়াছিল যে, যত বাষ্পীয় যন্ত্র প্রস্তুত
হইয়া বিক্রয় করা যাইবেক, তন্মূল্যের অর্দ্ধাংশ
জেম্‌স ওয়াট প্রাপ্ত হইবেন। ফলতঃ ১ পাঁ

নিধান পরমেশ্বরের ইচ্ছায় উক্ত নিষ্কাসন কিয়দ্দিবস বাষ্প যন্ত্র বিষয়ক কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হওয়ায় ক্রমশঃ তাঁহার দুরবস্থার অনেক হ্রাস হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল।

অনন্তর তাঁহারা বিশেষ অধ্যবসায় পূর্ব্বক অতিশয় পরিশ্রম সহকারে সুদৃশ্য এবং ভূরি ভূরি কার্য্যোপযোগী একটি বাষ্প যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া আপনাদিগের নিকটে রাখিলেন এবং ঘোষণা পত্র দ্বারা নানাদেশস্থ জনগণকে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, যে কোন ব্যক্তির বাষ্প-যন্ত্র আবশ্যক হইলে, স্বয়ং, বা কোন লোক দ্বারা আমাদিগের নিকট প্রার্থনা করিলে, আমরা যেরূপ একটি সুদৃশ্য এবং ভূরি কার্য্যোপযোগী বাষ্পীয় যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, তদনুরূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিব। এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত হইবামাত্র বিজ্ঞতম ব্যক্তিগণ ঐ স্থানে আগমন পূর্ব্বক প্রোৎফুল্ল নয়নে সেই বাষ্প যন্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং সকলেই কহিতে লাগিলেন যে পূর্ব্বকালে বাষ্প যন্ত্র ছিল বটে কিন্তু তাহা দ্বারা কেবল জল মাত্র উত্থিত করা যাইত, অন্য কার্য্য হইত না।

ওয়াট মহাশয় কর্তৃক যে সকল বাষ্পীয় যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাদের প্রায় সকলেরই রহিত বা পরিবর্তিত হইয়াছে; বিশেষতঃ যখন এই কল সম্পূর্ণ শক্তি সহকারে চালান যাইবেক তখন বাষ্পের কিরূপ বল প্রকাশ পাইবেক, ও ইহার বল দশ হস্ত বলের অপেক্ষাও অধিক হইবেক এবং ইচ্ছানুসারে সেই বেগ সম্বরণ করাও যাইবেক। যেমন ওয়াট, সুদৃশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্প যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া বাষ্পের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং বৃহৎ বৃহৎ উক্ত যন্ত্র প্রস্তুত করিতেও অসমর্থ ছিলেন না; বস্তুতঃ বাষ্পীয় যন্ত্র প্রস্তুত করিতে কখনই তিনি পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। অতএব বাষ্পীয় যন্ত্রে প্রণালী যে কি পর্যন্ত কঠিন ও আশ্চর্য্য বিষয়, তাহা এই ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে অনায়াসে বোধগম্য হওয়া দুরূহ; অর্থাৎ এতদ্বিষয়ে ওয়াটের তুল্য সুদক্ষ ব্যক্তি বিরল। —

অনন্তর নানা দেশীয় লোক ওয়াটের নিকট আগমন পূর্ব্বক বাষ্পীয়-যন্ত্র ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা ইচ্ছানুরূপ নানা কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল, এবং কোন কোন ব্যক্তি ঐ সকল কল প্রস্তুত করিবার রীতি পদ্ধতি শিক্ষাও করিতে আরম্ভ করিল।

এই সময় অবধি জেমস ওয়াটের ক্ষমতা প্রায় যাবতীয় দেশ বিদেশে এক কালে প্রকাশিত হয় এবং ক্রমশঃ তিনি সম্পত্তিপন্ন হইয়া উঠেন।

জেমস ওয়াটের যে কিপর্য্যন্ত বুদ্ধি প্রাখর্য্য ও ক্ষমতা তাহা যাহার কর্ণগোচর হইবেক, সেই ব্যক্তিই অগ্রতিভচিত্তে বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণেও যে সকল মহাত্মারা ঐ সমস্ত কল প্রস্তুত করিতেছেন, তাহার সকল প্রণালীই ওয়াট সাহেব কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। এই মহাত্মা ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে ১৮১৯ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। বাষ্প যন্ত্র দ্বারা লোকে যে কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইতেছে, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া আসিতেছে। ইদানীং ভারতবর্ষে ও অন্যান্য স্থানে বাষ্পযন্ত্র দ্বারা কি জলে কি স্থলে যেরূপ নানা কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহার বর্ণন করা দুঃসাধ্য। ফলতঃ এক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার অখণ্ড কীর্ত্তি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ উৎকৃষ্ট যন্ত্র যৎকালে জাহাজ কিম্বা শকটপ্রভৃতি টানিয়া লইয়া যায়, তখন বাষ্পের অসাধারণ ক্ষমতা দ্বারা উহা কত ... [illegible]

যখন পাঠক বর্গ পাঠ করিবেন, তখন সেই অসীম ক্ষমতাপন্ন মহাত্মাকে যে কি পর্য্যন্ত ধন্যবাদ দিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার বর্ণন করা আমাদিগের সাধ্য নহে।

জর্জ কুবিয়রের জীবন বৃত্তান্ত।

এক্ষণে আমরা জর্জকুবিয়রের জীবন বৃত্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই মহানুভাব ইংরেজী ১৭৬৯ অব্দে ওইর্টেম্বর্গ রাজ্যের অন্তর্গত মণ্টবিলিয়ার্ড নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ফ্রান্স দেশস্থ ভূপতির নিকটে স্থইসসৈন্য সমূহের সেনাপতিত্ব কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরে তিনি ত্র্যধিক চত্বারিংশৎ বৎসর ঐ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া উক্ত অধীশ্বরের নিকটে পেনসিয়ান লইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ স্বীয় জন্মভূমিতে কালযাপন করিতেন, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জর্জকুবিয়র। জর্জের প্রাধান্যের মূলই তাঁহার গর্ভধারিণী। তিনি কুবিয়রকে সুচারুরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে এই ফল দর্শিয়াছিল যে চারিবৎসর বয়ঃক্রম কালে কোন পুস্তক তাঁহাকে পড়িতে দিলে, তিনি অনায়াসেই [illegible] আবৃত্তি করিতে পারিতেন। ফলতঃ মনুষ্যগণ শৈশবাবস্থায় মাতৃসন্নিধানে যত শীঘ্র বিদ্যাশিক্ষা করিতে সক্ষম হয় অন্য কোন ব্যক্তির নিকটে কোন রূপেই তত শিক্ষা করিতে পারে না অতএব মাতা বিদ্যাবতী হইলে পুত্রের পক্ষে সে কি পর্য্যন্ত চিরোপকার হয় তাহার বর্ণন

করা বাহুল্য, অথবা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে।

অনন্তর ক্রমশঃ জর্জকুবিয়রের বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে উৎসাহের বিলক্ষণ উন্নতি হইতে লাগিল ও তদ্বিষয়ে তিনি ঈদৃশ পরিশ্রম করিতেন যে স্বল্পকালের মধ্যেই বিজ্ঞান শাস্ত্র ও ইতিবৃত্ত প্রভৃতি ভূরি ভূরি বিষয় স্বীয় জননীর নিকটেই অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে মানচিত্র প্রভৃতি নকসার নকল করিতে অভ্যাস করাইতেন, পরে তিনি লাটিন ভাষা শিক্ষা করিবার যোগ্য হইলে প্রতিদিন তাঁহার জননী তাঁহাকে বিদ্যালয়ে সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া যাইতেন এবং কুবিয়রও ক্রমশঃ এমন যত্নবান হইয়া শিক্ষা করিতেন যে বিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলী মধ্যে প্রতি দিনই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে লাগিলেন। পরে দশবৎসর বয়ঃক্রম কালে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পরিশ্রম সহকারে তিনি ক্রমশঃ এরূপ সুসংপন্ন হইয়া উঠিলেন, যে তাদৃশ বয়সে তদ্রূপ সুসংপন্ন হওয়া প্রায় সুকঠিন, বিশেষতঃ অবকাশ প্রাপ্ত হইলেই তিনি বফন সাহেব কৃত প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ আলোচনা করত তৎসমস্ত বিষয় আ-

যত্ন করিতেন ও ঐ গ্রন্থে যে সমস্ত চিত্র ছিল তৎ সমস্তই অবিকল অনুরূপ চিত্র করিতে পরিপক্ক হইলেন। গ্রীক ভাষা, গণিত শাস্ত্র ও ভূগোল বিদ্যা প্রভৃতিতে অল্পদিবসের মধ্যে তাঁহার যেরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল তাহাতে আশ্চর্য্য ব্যতিরেকে আর কি বলিতে পারা যায়! কিন্তু অত্র কালাকালের এতদ্রূপ গুণকীর্ত্তিত হইলে কিম্বদন্তী বোধ হইবেক সন্দেহ নাই।

ওয়ার্টিম্বর্গ দেশের অধিপতির পিতৃব্য "ডিউক চার্লস" নামা একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, এই মহাত্মা জর্ম্মোনি দেশান্তর্গত ষ্টাট্গার্ড নগরে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তিনি জর্জকুবিয়রকে নানাবিধ শাস্ত্র চিন্তায় নিয়ত তৎপর দেখিয়া স্বীয় স্থাপিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করিলেন। এবং তাহার সমস্ত ব্যয়ও স্বীকৃত হইলেন। জর্জ পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ঐ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যবসায় ও দৃঢ়তর পরিশ্রম পূর্ব্বক বিবিধ প্রকার দুরূহ শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মধ্যেং অবকাশ পাইলেই পক্ষী, পতঙ্গ, এবং বৃক্ষাদির প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেন। বিশেষতঃ পতঙ্গ বিষয়ক শারীর বিদ্যা বিশেষ যত্ন

পূর্ব্বক অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার সুক্ষ্মপর্য্যবেক্ষণ শক্তি জন্মিয়া উঠিল। ফলতঃ নিরবচ্ছিন্ন শারীর বিদ্যা দ্বারা প্রায় তিনি জীবন যাত্রা সমাপ্তি করিয়াছিলেন

কুবিয়র ঐ বিদ্যালয়ে ন্যুনাধিক চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছেন, ইতিমধ্যে ফ্রান্স ও জর্ম্মেনি এই উভয় রাজ্যে পরস্পর বিবাদারম্ভ হয়, তদ্দ্বারা তাঁহার পিতার কিঞ্চিৎ অমঙ্গল ঘটনা উপস্থিত হওয়ায়, সুতরাং জর্জকে উক্তবিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৭৮৮ অব্দে নরমাণ্ডির অন্তঃপাতি কেইন নগরে তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত হন। তজ্জন্য তাঁহার অবকাশ না থাকিলেও অভিনব বিদ্যার আলোচনা ও তদনুসন্ধান বিষয়ে তিনি ত্রুটি করিতেন না। প্রত্যুত তাঁহার শারীর বিদ্যার আলোচনার ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি মৎস্য শরীরের সমস্ত বিবরণ চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ পৃথিবীস্থিত প্রায় সমস্ত প্রাণিবর্গের শরীর সম্বন্ধীয় বিবরণ বর্ণন করিয়া এই বিষয়গুলকে পুস্তক স্বরূপে চিন্তা করত ইহার যাবতীয় অংশের তৌলিক ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া ছিলেন।

অর্দ্ধ এইরূপে দুই বৎসর পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত কার্য্য করেন, তন্মধ্যে স্বানন্দ রাইকোর মধ্যস্থলে রাজ্যবিপ্লব ঘটিয়া তৎকালীন পাপ বর্দ্ধ সকল স্থানেই বিস্তৃত হইতে লাগিল। কুবিয়র সাহেব বিপদ সম্ভাবনা দেখিয়া [illegible] যাবতীয় মানব সমূহের উপকারার্থ একটি সভা সংস্থাপন করেন, এবং তিনি ঐ সভার সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হন। স্থির হইল যে ঐই সভাতে কৃষিকার্য্য বিষয়ক আলোচনা [illegible] নিয়ত সম্পাদিত হইবে।

একদা ক্যারিটেসিয়র নামক [illegible] গম্ভীর স্বভাব কোন লোক ঐ সমাজে কৃষিকার্য্য বিষয়ক কতকগুলি উপদেশ বক্তৃতা করিলেন কুবিয়র তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, পরে সভা ভঙ্গ হইলে সেই মহাত্মার সহিত কথোপকথন দ্বারা পরস্পর বিলক্ষণ মিত্রতা হইল।

ক্যারিটেসিয়র, কুবিয়রের যেরূপ পাণ্ডিত্য ও কার্য্যদক্ষতা, তদ্বিশেষ বর্ণন করিয়া তাঁহার একজন প্রাচীন বন্ধুর নিকটে ঐ সম্বন্ধে পত্রিকা প্রেরণ করিলেন, বিশেষতঃ আরও লিখিলেন যে "যে কোন বৃদ্ধতম ব্যক্তি সহসা অজ্ঞাত সমুদ্রকূলে নিপতিত হইয়া তথায় রেখাগণিত প্রভৃতি শাস্ত্র

রেখাদি চিহ্ন দৃষ্টি করিলে যাদৃশ প্রফুল্ল হয়, আমি মহাত্মা কুবিয়রকে প্রাপ্ত হইয়া তাদৃশ পরিতুষ্ট হইয়াছি। ফলতঃ এই মহাত্মা ভিন্ন শারীরবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন।

অনন্তর জর্জ অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে প্যারিসনগরে শারীর শাস্ত্রাধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত হন। কিন্তু যখনই অবকাশ প্রাপ্ত হইতেন তখনই অতিশয় পরিশ্রম সহকারে ভৌতিক প্রভৃতি নানা বিষয় অনুসন্ধান করিতেন এবং যে সকল বিষয়ে সংশয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহাই সন্দিগ্ধ বিষয়গুলি রীত্যনুসারে সুশৃঙ্খলা বদ্ধ করিতেন, তদ্দ্বারা লিনিয়স ও অন্যান্য গ্রন্থকর্তাদিগের প্রণালী সমস্ত ক্রমশঃ অনাদৃত হইতে লাগিল। কুবিয়র এক বৎসরের মধ্যেই দুই খানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। এবং স্বীয় ছাত্র সমূহকে পশুর শরীরের সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেন। এই সময় একজন চিকিৎসা বিদ্যা ব্যবসায়ীব্যক্তি মনুষ্যদেহে কিরূপে অস্থি সকল আছে, ও কিরূপেই বা দেহ মধ্যে রক্ত সঞ্চারিত হয়, এই দুই বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আবিষ্কৃত করিয়া স্বীয় উপদেশ পরীক্ষা জন্য কুবিয়রের নিকটে তৎ সমস্ত আনি-

লেন। কুবিয়র প্রত্যুত্তর করিলেন যে অগ্রে পশুগণ-দিগের শরীরে অস্থি প্রভৃতি কিরূপে আছে, তাহা নিলক্ষণ করিয়া আবিষ্করণ করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য প্রাণিবর্গ বিবেচনা করা উচিত, নতুবা শারীরবিদ্যায় দক্ষ হওয়া সুকঠিন হইবেক।

১৭৯৭ অব্দে কুবিয়র যদ্রূপে পশুগণদিগের শরীর পুষ্টি হয় ও যেরূপে তাহাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাস গমনাগমন করে এবং ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করিলে তদ্দ্বারা রসোৎপত্তি হইয়া তাহাদের সমস্ত দেহের অংশে ঐ রস কিরূপে বিস্তৃত হয় তৎ সমস্তের আবিষ্ক্রিয়া করিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। অপর পারিশ নগরে রাজবিপ্লব হওয়াতে রাজনীতি প্রণালী ও শাস্ত্র চিন্তা একবারে উন্মূলন হইয়া ছিল, অধুনা তাঁহাদ্বারা নানা প্রকার প্রণালী পূর্ব্বক সুনীতি সমস্ত পুনঃ সংস্থাপিত হইল এবং তজ্জন্য প্রায় সকল ব্যক্তিই শিল্প শাস্ত্র ও বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রভৃতি পূর্ব্বের ন্যায় পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল।

নেপোলিয়ন বনাপার্টি যৎকালে মিশরদেশে সমর যাত্রা করেন, তৎসময়ে তিনি স্থির করিলেন যে কতকগুলি বিজ্ঞপণ্ডিত সমভিব্যাহারে

করিয়া রণযাত্রায় প্রবৃত্ত হইবেন, তজ্জন্য জর্জ কুবিয়রকে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তিনি তৎকার্য্যে স্বীকৃত হইলেন না এবং কহিলেন একণে আমি স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে শারীরবিদ্যার উন্নতি হওয়া দুরূহ হইবেক। এই সময় তিনি "টাবল এলিমেনটেয়ার" নামক একখানি পুস্তক প্রস্তুত করেন। আরও একখানি প্রাণীবর্গ নামক পুস্তক একত্রিত করিয়া ছিলেন, এই গ্রন্থে সকল প্রাণীবর্গ দুই অংশে বিভক্ত করেন, অর্থাৎ কতক গুলি মেরুদণ্ডী আর কতকগুলি মেরুদণ্ড রহিত। বিশেষতঃ হস্তী, জলহস্তী * এবং গণ্ডার প্রভৃতি বড় বড় জন্তুদিগের অস্থি যে কিরূপ প্রকারে প্রস্তর হয় তদ্বিবরণ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকটিত করেন। এবং যে সমস্ত অস্থিতে প্রস্তর হইয়াছে, সেই সকল প্রস্তর তাঁহার দৃষ্টিগোচরে পতিত হইলেই তিনি স্বীয় অলৌকিক অটল বুদ্ধি প্রভাবে বিবেচনা করিতেন যে এই প্রস্তর পূর্ব্বে কোন জন্তুর অস্থি ছিল।

ক্রমেং কুবিয়র শারীরবিদ্যা ঘটিত সমস্ত

* ইহাকে হিপ্পটেমস বলিয়া অনেকানেক গ্রন্থ কর্ত্তা লিখিয়া থাকেন।

বিষয় পরীক্ষা পূর্ব্বক সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার যেপর্য্যন্ত নৈপুণ্য ব্যক্ত হইতে লাগিল তাহা দৃষ্টি করিয়া মানব মণ্ডলী মধ্যে এমত কেহ এক ব্যক্তিও ছিলনা যাহাকে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় নাই। ক্রিকন কুবিয়রপ্রণীত গ্রন্থ সকল আলোচনা করিতে সকল ব্যক্তিরই উৎকর্ষ বোধে উৎসাহ পূর্ব্বক অনুরক্তি জন্মিতে লাগিল। বিশেষতঃ ইতর জীব সম্বন্ধীয় শারীর বিদ্যার উৎপত্তির কারণই তিনি। অপিচ অনুসন্ধান করত মৃতদেহ প্রাপ্ত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ দেহ খণ্ডং করিয়া অস্থি সকল পরস্পর কিরূপে সংযোজিত হইয়াছে, ইহা স্থিরচিত্তে সোৎসাহনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণী বিদ্যা ও শারীরবিদ্যার নানা প্রকার আবিষ্ক্রিয়া করেন।

ডাবেন্টন নামক মহাত্মা ফ্রান্স দেশস্থ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, ১৭৯৯ অব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে কুবিয়র ঐ পদে অভিষিক্ত হন। তৎপরে তিনি যত্নপূর্ব্বক তত্রস্থ বিদ্যার্থি সমূহকে পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এবং তথাকার জার্দ্দীন দি প্লান্ট নামক বিদ্যামন্দিরে শারীরবিদ্যার উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন।

তিনি ছাত্রদিগকে এংকালে অধ্যয়ন করাইতেন, সে সময় অতি উত্তম সরল ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, তদ্দ্বারা ঈদৃশ বোধ হইত যে যদি কোন জীব উপস্থিত না থাকে, তাহাদিগের বর্ণন দ্বারা ছাত্রদিগের অনুভব হইত সেই সমস্ত জীব সম্মুখে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ যে২ বস্তুতে প্রস্তর হইত, তত্তদ্বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ গবেষণা ছিল, সুতরাং ক্রমশঃ ঐ সমস্ত বিদ্যায় তাঁহার উন্নতির ত্রুটি হইল না।

১৮০৩ অব্দে জর্জ কুবিয়র এক পরম রূপবতী কামিনীকে পরিণয় করেন, কিন্তু ঐ নারীর এক বার বিবাহ হইয়া চারি সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সন্তান গুলি বর্ত্তমান থাকায় তাহাদিগের প্রতি কুবিয়রের স্নেহরসের আবির্ভাব হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ঐ পুনর্ভূর গর্ব্ভে পুনশ্চ চারি সন্তান জন্মিল, পুত্র ও কন্যা সমুদায়ে তাঁহার আট সন্তান হইল। পরন্তু অল্পদিবসের মধ্যেই সাতটি সন্তান কালগ্রাসে পতিত হয়, কেবল কুবিয়রের স্বদেহজাত এক সন্তান মাত্র রহিল। ১৮০৮ অব্দে তিনি তত্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত এক উচ্চপদে অভিষিক্ত হইলেন এবং নেপোলিয়ন তাঁহার

প্রতি এই আদেশ প্রদান করেন যে ১৭৮৯ অব্দ অবধি বর্ত্তমান অব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্য সম্বন্ধীয় মানবগণের বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি নানা বিষয়ের কেন্দ্রে কিপর্য্যন্ত উন্নতি হইয়াছে তৎ জ্ঞাপক একখানি পত্রিকা প্রস্তুত কর। তিনিও সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিলেন না, তিনি যেপত্রিকা খানি প্রস্তুত করেন তৎপাঠে উক্ত নিরূপিত সময় মধ্যে যাহা২ হইয়াছে তৎসমস্তই সুস্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল। অতএব তিনি তদ্দেশস্থ সমস্ত মানবগণনিকটে ভুয়সী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।

১৮১০ অব্দে রাজাজ্ঞানুসারে ইপ্লাণ্ড দেশের অন্তঃপাতি হারসিটীক নগরে এক বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। তাঁহার কার্য্য নৈপুণ্য দৃষ্টি করিয়া ফ্রান্সদেশস্থ সমস্ত লোকেই সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রফুল্লান্তঃকরণে অনেক প্রশংসা করিতেন। ১৮১৯ অব্দে তিনি তত্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতার পদ প্রাপ্ত হন। ১৮২৬ অব্দে দশম চারলস তাঁহাকে সৈন্য সংক্রান্ত সর্ব্বোচ্চ এক উপাধি প্রদান করিলেন। ১৮৩০ অব্দে তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া অল্পদিবসের মধ্যেই পুনশ্চ প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হন। ঐ বৎসর

যে রোগে দুর্ভাগ্যবশতঃ পক্ষাঘাত রোগে তিনি আক্রান্ত হইলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার যুগপদ্ বাহু-দ্বয় শিথিল হয় পরে ক্রমশঃ সকল অঙ্গই সামর্থ্য হীন হইতে লাগিল।

এই সময় কুবিয়র স্বীয় বন্ধুগণ সম্মুখে মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া ছিলেন যে শারীর বিদ্যা বিষয়ক কতক গুলি প্রণালি সুশৃঙ্খল বদ্ধ করিতে সমর্থ হইলাম না। কিন্তু সেসকল আমার মৃত্যু করণেই জাগরূক রহিল, এই মাত্র বলিয়া তিনি অতি-শয় দুঃখ সাগরে মগ্ন হইলেন এবং অনবরত বাষ্প বারি বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইতে লাগিল। কুবিয়র শর্করোদক পান করিতে উদ্যত হইয়া পানে অশক্ত হইলেন এবং তাহা স্বীয় পত্নী ও কন্যাকে প্রদান করিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিলেন তোমরা পান-করিলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব, তিনি এই কথাটী বলিয়াই মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মহাত্মা কুবিয়র নিরবচ্ছিন্ন স্বীয় বুদ্ধি প্রাখর্য্য দ্বারাই অসীম ক্ষমতাপন্ন হইয়া এই অবনী মণ্ডলে এক জন সুপ্রসিদ্ধ রূপে গণ্য হইয়া ছিলেন। তাঁহার শৈশবাবস্থা অবধি চরম কাল পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্ত কাল এরূপ ছিল না যে তিনি তৎসময়ে

কোন শাস্ত্র চর্চায় ব্যাপৃত থাকিতেন না। অধিক কি যৎকালে তিনি শকটারোহণে নগর ভ্রমণ করিতেন, সে সময়ও শকট মধ্যে অধ্যয়নাদি করিতেন।

এই ভূমণ্ডলে মানব মণ্ডলী মধ্যে কতকগুলি মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, যাঁহারা বদান্যতা পূর্ব্বক দীন মনুষ্য বর্গের দুঃখ চিন্তায় কাল ক্ষেপণ করিয়া অটল বুদ্ধি প্রভাবে ও নৈপুণ্য প্রভাবে নানা জনপদে মহা যশস্বী রূপে পরিগণিত হইয়াছেন এবং এই ধরণী মণ্ডলে যাবতীয় মানবগণ যাঁহারদিগকে দীনহিতৈষী বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য জনহাওয়ার্ড নামক একজন মহাত্মা। তিনি অতিশয় কষ্ট সহ্য করিয়াও নিরবচ্ছিন্ন পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন।

উক্ত মহাত্মা যদ্রূপ পরিশ্রম সহকারে দীনজনের দুঃখ মোচনার্থ প্রতিজ্ঞারূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া তৎপ্রতিজ্ঞার কিয়দংশ পূরণ করিয়া ছিলেন এবং ভূরি ভূরি মনুষ্য গণকে দুঃখ সাগরের কষ্ট তরঙ্গ নিবারক তরণির ন্যায় হইয়া অনায়াসে উক্ত সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করাইয়া অখণ্ড যশের ভাজন হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কার্য্যে নিপুণ ব্যক্তি অতি বিরল। এবং অদ্যাবধিও তাঁহার সেই সমস্ত কীর্ত্তি দিগ্দিগন্তে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যদিও এতাদৃশ

মহাত্মার বিষয় বিস্তারিত ক্রমে অনুবাদ করা অধিক আয়াস সাধ্য তথাপি এক্ষণে আমরা কতদূর পর্য্যন্ত পারি উক্ত মহানুভাব জনহাওয়ার্ডের জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই মহাত্মা ইংরেজী ১৭২৭ অব্দে লণ্ডন নগরের অন্তঃপাতি ক্লাপটন নামক গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহার পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন না, ইতিপূর্ব্বে তিনি লণ্ডন নগরস্থ একজন ধনাঢ্য মানবের গৃহ সজ্জা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন ও তদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপার্জ্জনও হইত। কিয়দ্দিনানন্তর অতুল ধন সঞ্চয় করিয়া স্বীয় ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বীয় গ্রামে অর্থাৎ ক্ল্যাপটন নামক স্থানে নিশ্চিন্ত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। জন হাওয়ার্ড বাল্যকালাবধি শিক্ষা বিষয়ে অতিশয় অনাবিষ্ট ছিলেন। বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে পরিশ্রম করা দূরে থাকুক একবার স্বপ্নেও চিন্তা করিতেন না। পাঠ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, অথবা বিদ্যোপার্জ্জন ব্যতিরেকে চিরকালই দুঃখার্ণবে পতিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক, তখন এই সমস্ত তাঁহার অন্তঃ

করণে ক্ষণমাত্রের জন্যেও স্থান পায় নাই। প্রভৃতি নানা কৌশল ক্রমে পাঠশালা গমনে বিমুখ হইয়া আলস্য বশতঃ বৃথা সময় ক্ষেপণ করিতেন সুতরাং প্রচুর বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি শিক্ষা বিষয়ে অনিচ্ছুক হইলে তাঁহার পিতার আজ্ঞানুসারে এক প্রকাণ্ড পণ্যশালায় নিযুক্ত হইয়া পণ্যাজীবের কার্য্য শিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তিনি পিতার অনুমতির অধীন হইয়া ঐ কর্ম্ম শিক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়া ছিলেন, নতুবা স্বয়ং ঐ কর্ম্মে উৎসুক ছিলেন না, বরং সর্ব্বদা অত্যন্ত বিরক্তই হইতেন।

তাঁহার পিতা বিবেচনা করিলেন, যে জন হাওয়ার্ড লেখা পড়া কিছু শিক্ষা করিলেক না, যে সকল ঐশ্বর্য্য মৎকর্ত্তৃক উপার্জ্জিত হইয়াছে, তাহা বয়োধিক্য ব্যতিরেকে হাওয়ার্ড রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেক না, অতএব উইল পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াদিলেন, যে সাধারণ নিয়মানুসারে তিনি পৈতৃক বিষয়াধিকারী হইবেন না, চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তিনি পৈতৃক ধনে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবেন। তৎপরে

তিনি পৈতৃক সমস্ত বিষয় হস্তগত করেন। ঐ সমস্ত বিষয় হস্তগত হইলে তাঁহার যে সকল অভিলাষ অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল, তৎসম্পাদনে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইলেন। বিশেষতঃ ঐ সকল অভিলষিত বস্তুর মধ্যে তাঁহার ভ্রমণই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

জন হাওয়ার্ড পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত মনোভীষ্ট পরিপূরণার্থে পদার্পণ করিলেন। প্রথমতঃ তিনি ফ্রান্স ও ইটালীদেশ পরিভ্রমণ করিয়া কিয়দ্দিবসানন্তর প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার যক্ষ্মরোগের লক্ষণ লক্ষিত হয়, তন্নিমিত্ত পথ্য বিষয়ে তিনি এরূপ নিয়ম বদ্ধ করেন যে তদ্দ্বারা কুপথ্যের লেশও সংঘটনার সম্ভাবনা রহিল না। এবং ক্রমশঃ উক্তরোগ হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এই সময় তিনি অন্য আর একটা ভয়ানক পীড়ায় পতিত হন তজ্জন্য আহার সামগ্রী তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেই তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভক্ষণাদি করিতেন না, তৎপ্রযুক্ত সাধারণ লোকে বিবেচনা করিত যে হয়ত জন হাওয়ার্ড অনাহারেই কালযাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ফলতঃ তিনি পীড়া নিবন্ধন অধৈর্য্য ও ক্লেশ সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া প্রায় একবারেই বুভুক্ষা রহিত হইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ষীয়া এক রমণী তাঁহার সেই অনিবার্য্য দুঃখের সময় বিবিধ প্রকারে যথাসাধ্য শুশ্রূষা করেন। পরে জনহাওয়ার্ড ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া সেই অলৌকিক পরিশ্রম পরায়ণা কামিনীর মনোভিলাষ পরিপূরণার্থে এক অযৌক্তিক কার্য্য সম্পাদন করিতে মনস্থ করিলেন। এবং অনতিবিলম্বে উক্ত কার্য্য সুসম্পন্নও করেন, অর্থাৎ তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক উক্ত প্রবীণা রমণীকে পরিণয় করিলেন। কিন্তু দিনান্তর তাঁহার সেই অবিবেচ্য কার্য্যের সমুচ্ছেদ হইল, অর্থাৎ তৎসহধর্ম্মিণী কালের করালগ্রাসে পতিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার ঐ পত্নী বিয়োগ হওয়াতে এককালে মোহান্ধ হইয়াছিলেন ও সেই শোক তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। কিন্তু স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে শোক সংবরণ নিমিত্ত ভ্রমণ পরায়ণ হইয়া উঠিলেন।

জনহাওয়ার্ডের শ্রবণগোচর হইল যে পর্টুগাল

দেশে ভূমিকম্প হইয়া তত্রস্থ রাজধানী অর্থাৎ লিসবন নগর এককালে ধ্বংস হইয়াছে। বাস্তবিক ধরণী স্পন্দন দ্বারা উক্ত রাজধানীর ভূরি ভূরি মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তু সকল ও অট্টালিকাদি লোকালয় সমস্ত যুগপৎ ভূমিসাৎ হইয়াছে। এই সমস্ত ঘটনা শুনিবামাত্র তিনি ঐ অদ্ভুত বিষয় অবলোকনেচ্ছু হইলেন। পরে এক খানি সমুদ্র পোতে আরোহণ করিয়া তিনি মনস্থ করিলেন, যে লিসবননগরে অবতীর্ণ হইয়া ঐ সমস্ত আশ্চর্য্য বিষয় সন্দর্শন করিব। কিন্তু পথিমধ্যে সহসা তিনি সমূহ বিপদগ্রস্ত হন।

ফ্রান্সদেশীয় দস্যুবৃত্তি পরায়ণ কতকগুলি নৃশংস মনুষ্য একখানি জাহাজে আরোহণ করিয়া হাওয়ার্ডের অর্ণবপোতের পার্শ্ববর্ত্তী হইল এবং বলপূর্ব্বক পোতস্থিত সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী অপহরণ করিল ও তাঁহাকে এবং তৎসঙ্গী গণকে ধৃত করিয়া ফ্রান্সের অন্তঃপাতি ব্রেষ্ট নামক নগরে লইয়া গেল এবং তথাকার দুর্গমধ্যে তাঁহাদিগকে কারাবদ্ধ করিল। আহা! তাঁহারা কারাযন্ত্রণা কখনই জানিতেন না। বিশেষতঃ মৃত্তিকা নির্ম্মিত অতিশয় দুর্গন্ধিত এক কদাকার স্থানে

তাঁহাদিগকে রাখাতে অনাহারে তাঁহারা দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। অনুক্ষণ স্বাদৃষ্ট চিন্তাতেই মগ্ন থাকিতেন, সর্ব্বদা বাষ্প বারিতে নয়ন যুগল পরিপূর্ণই থাকিত, বাক্যের মধ্যে কেবল এক একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারা প্রায় সকলেই হা! জগদীশ্বর! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনের বশীভূত হইতেন, কিন্তু জনহাওয়ার্ড স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকিতেন, এতক্লেশ হইত তাহা ভ্রমেও একবার চিন্তা করিতেন না।

ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যে কখনং এক এক খান মেষাঙ্গ সেই স্থানে নিক্ষিপ্ত হইত তাঁহারাও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যদ্রূপে কুকুর প্রভৃতি জন্তুরা দন্তেরদ্বারা কাটিয়া কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে তদ্রূপে তাঁহারা সেই কাঁচা মাংস যথা কথঞ্চিৎ ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের স্থানও পরিবর্ত্তন হইত অর্থাৎ পাঁচ ছয় দিবসানন্তর আর এক স্থানে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইত। এইরূপে নানা স্থানে কারা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ন্যূনাধিক দুইমাস বহির্ভূত হইলে হাওয়ার্ড কারাযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। তৎসমভিব্যাহারী সমস্ত মানব

গণের উক্ত যন্ত্রণা মুক্তির নিমিত্ত অতিশয় কৌশল-ক্রমে ও অটল বুদ্ধি নৈপুণ্য সহকারে তিনি বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই চেষ্টা দ্বরায় সফলও হইল।

যৎকালে তিনি ফ্রান্সদেশে " কার্ পাক্স" নামক স্থানে অবস্থান করেন, তৎসময়ে ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে এই রাজ্যে ইংরেজ বন্দীরাও এতদ্রূপ ক্লেশভোগ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই, অতএব এখানকার গবর্ণমেন্ট যাহাতে ঐ সকল অসহ্য ক্লেশ নিবারণের কোন উপায় চিন্তা করেন তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে যত্ন পূর্ব্বক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা উক্ত রাজ্যে যত ইংরেজ কয়েদি ছিল সকলই মুক্ত হইল। জনহাওয়ার্ড অনেকানেক স্থানের কয়েদিদিগের বিশেষরূপে ক্লেশের ন্যূনতা করণাভিপ্রায়ে পরে যে ষোড়শ বৎসর ভ্রমণ করেন, তাঁহার উৎসাহের বাল্যাবস্থা এই অর্থাৎ ইহাদ্বারা তাঁহার উৎসাহ ক্রমশঃ বদ্ধমুল হইতে লাগিল।

অনন্তর হাওয়ার্ড স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া এক উৎকৃষ্ট মনোরমা পরম রূপবতী কামিনীকে বিবাহ করিয়া পরমসুখে কালক্ষেপণ করিতে আ-

বন্ধ করিলেন, তাঁহার আবাসের চতুষ্পার্শে যে সমস্ত দরিদ্র প্রজা অবস্থান করিত তিনি তাহাদিগের দুঃখাবসানের নানা উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিয়দ্দিবসানন্তর তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্মিলে তৎপরেই তাঁহার সেই পরহিতৈষিণী পত্নী অকালে কালগ্রাসে পতিতা হন। তজ্জন্য অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া অনতিবিলম্বেই অর্থাৎ ১৭৬৯ অব্দে ইংলণ্ড হইতে তিনি ইউরোপ মহাদ্বীপে যাত্রা করেন। এই সময়ে তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিবিধ প্রকার প্রস্তাবের বিন্যাস করিলেন, তৎসমস্ত অদ্যাবধি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

তিনি যদভিপ্রায়ে ইউরোপ মহাদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন, তৎসম্পাদন করত ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক "বেডফোর্ড" প্রদেশের প্রধান আমীরের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদাভিষিক্ত হইয়া নানাজনপদে গমন করত কারাগার সমস্ত দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কয়েদি সকল কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া কালযাপন করিতেছে, তৎ সমস্ত বিশেষানুসন্ধান করত উৎসুক নয়নে নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং তাহাদিগের সেই

দুরবস্থা দূরীকরণ জন্য ভূরি ভূরি উপায় চিন্তা করিতে ত্রুটি করেন নাই ও তন্মধ্যে অনেক কৃতকার্য্যও হন। যত তিনি কারাগার প্রভৃতি অবরোধস্থান দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার উৎসাহের উন্নতি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ হার্টফোর্ড, "বার্কস" "উইল্টস" "ডরসেট" "সমরসেট" "সারে" প্রভৃতি ভূরি ভূরি প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া ঐ সমস্ত স্থানের অবরোধস্থান দৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। ফলতঃ যে সমস্ত স্থান তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, তত্রস্থ যাবতীয় মানবগণের যে কি পর্য্যন্ত কষ্টভোগ হইতেছে, তৎসমস্ত যত্নপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর হাওয়ার্ড "সালিসবেরি" নামক স্থানে গমন করত দেখিলেন তত্রস্থ জেলে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে লেস, জরি, ও সূতার থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হয়। এবং ঐ জেলের প্রাচীর হইতে বাজার পর্য্যন্ত লৌহ শৃঙ্খলে বেষ্টিত। যে সকল দ্রব্য সামগ্রী অবরুদ্ধ জনকর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে উহারাই ঐ বাজারে বিক্রয় করে কিন্তু যৎকালে তাহারা বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হয় তৎকালে সেই শৃঙ্খলের সহিত উহাদিগের

পদে এক এক চাবীদ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখে। উইন্চেষ্টার নামক স্থানের কারাগার দৃষ্টি করিলেন, সে অতিভয়ানক, কারণ সমভূমির একাদশ পদ নিম্নস্থিত তমসাচ্ছন্ন অত্যন্ত আর্দ্র স্থানে কয়েদিদিগকে রাখে, তজ্জন্য তত্রস্থ কয়েদি প্রায় জীবিত থাকেনা।

পরে প্রদেশস্থ অবরোধস্থান তিনি অবলোকন করিলেন, তথাকার কয়েদিরা কোনকর্ম্ম করেনা বটে, কিন্তু তাহাদিগের পাত্রিয়া শুইবার জন্য তৃণ পর্য্যন্ত নাথাকায় উঁহাদিগকে অতিশয় কষ্ট সহ্য করিতে হয়। এই সমস্ত তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া "হাউস আব্ কমান্স" নামক রাজসভায় তিনি স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত বক্তৃতা করিলে তৎসমাজস্থ সভ্যগণ জনহাওয়ার্ডের মনে দীনের প্রতি অসীম অনুকম্পার উদয় দেখিয়া তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ১৭৭৮ অব্দে ইংলণ্ডের সমস্ত জেল নিরীক্ষণ করিতে করিতে ক্রমশঃ "আয়র্লণ্ড" ও "স্কটলণ্ড" দেশের কারাগারও দৃষ্টি করিলেন। ইউরোপ মহাদ্বীপের মধ্যে সমস্ত জেল দেখিয়া বিশেষ জ্ঞাত হইলেন যে গ্রেটব্রিটেন দেশ অপেক্ষায় এই সকল কারাগার

সুনিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে। বিশেষতঃ হলাণ্ড দেশের কারাগার দৃষ্টি করিয়া তিনি কৌতূহল পূর্ব্বক পরিতুষ্ট হন। এবং তদ্রূপ সুনিয়ম ইংলণ্ডে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বিস্তীর্ণ করিতে সর্ব্বতোভাবে উৎসুক হন।

তদনন্তর জর্ম্মেনিদেশের সমস্ত জেল দৃষ্টি করেন, তথাকার কারাগারে প্রতি গৃহদ্বারের উপর্য্যংশে "ইংলণ্ড" "ভারতবর্ষ" "ইটালী" "ফ্রান্স" "ইথিওপিয়া" প্রভৃতি এক এক আখ্যা লিখিত আছে, অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হইলেন, যে যে গৃহে যে আখ্যা লিখিত হইয়াছে, তত্রস্থ কয়েদিরা সেই দেশে গমন করিয়াছে। তত্তৎপ্রাপ্তি সূচক চিহ্ন স্বরূপ ঐ সমস্ত আখ্যা লিখিত হইয়াছে। হাওয়ার্ড পর্য্যটন কালে অতি সংসামান্যাবস্থায় কালক্ষেপণ করিতেন ও যখন যে স্থানে গমন করিতেন তত্রস্থ দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থাৎ যথাসাধ্য অর্থ প্রদান ও করিতেন। এই সমস্ত কার্য্য করিতে২ তাঁহার যশঃসৌরভ ধরণীমণ্ডলে এককালে বিস্তীর্ণ হইল।

এই মহাত্মা ১৭৮১ অব্দে ইংলণ্ড হইতে ডেন্মার্ক "সুইডেন" "রুসিয়া" "পোলেণ্ড" প্রভৃতি

রাজধানীতে ভ্রমণ করিয়া কায়া প্রভৃতি সমস্ত স্থান দৃষ্টি করেন, স্পেইন্ ও পর্টুগাল ব্যতিরিক্ত প্রায় ইউরোপখণ্ড সমস্তই ভ্রমণ করা ও নিরীক্ষণ করা তাঁহার সমাপ্ত হইল। এবম্প্রকারে অবশিষ্ট স্থানের কারাগার প্রভৃতি নয়নগোচর করিয়া জনহাওয়ার্ড চতুর্থবার ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কারাগারের অবস্থা বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রকটিত করিয়াছিলেন. ঐসময়ে তাহা দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত করিলেন।

জনহাওয়ার্ড স্বীয়দেশের সমস্ত চিকিৎসালয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া ১৭৮৩ অব্দে কার্ডিংটন নামক গ্রামে বাস করেন। সর্ব্বজনহিতৈষী হাওয়ার্ড যদিও সমধিক কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন তথাপি তাঁহার সরলান্তঃকরণে অতিশয় দুঃখের সঞ্চার কখনই প্রবল হইতে সক্ষম হয় নাই। কেবল এডিন বর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার পুত্রকে শিক্ষার্থে প্রেরণ করেন। তৎপুত্র তথায় গিয়া ক্রমে অত্যন্ত দুঃশীল ও কদাচার হওয়াতে তাঁহার কিঞ্চিৎ মনের ক্লেশ জন্মিয়াছিল।

অনন্তর কোন কোন প্রদেশে মহামারী উপস্থিত হইলে ভূরি ভূরি মানবগণ অকালে কালের করাল

গ্রাসে নিপতিত হয় এবং কখন কখন অতিশয় মরক-ও হয়, কখন বা তদপেক্ষায় ম্লান, এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনা যে কি কারণ বশতঃ ঘটে তদনুসন্ধান জন্য ও তন্নিবারণের বা কি উপায় এই সমস্ত চিন্তা হাওয়ার্ডের অন্তঃকরণে অহর্নিশি জাগরূক ছিল এবং সেই পরোপকারী মহাত্মা কতকগুলি মানব সমভিব্যাহারে করিয়া উক্ত ঘটনা নিবারণোপায় অন্বেষণে যাত্রা করিলেন। ক্রমশঃ আসিয়াস্থ তুরুস্কদেশ ও ইউরোপের অন্তর্গত যে তুরস্কদেশ এই উভয় স্থানের চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হইয়া বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান করত প্রত্যাগমন করিতেছেন পথিমধ্যে মূরজাতীয় কতকগুলি নির্দ্দয় মনুষ্য এক-খানি অর্ণবপোতে আরোহণ পূর্ব্বক সহসা তাঁ-হারদিগের সন্নিকটে আসিয়া আক্রমণের উপক্রম করিল। হাওয়ার্ডের সমভিব্যাহারে নিতান্তও অল্পলোক ছিলনা এবং বিক্রমেও কেহ ম্লান নহে, সুতরাং তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

হাওয়ার্ড তীক্ষ্ন বুদ্ধি প্রভাবে এরূপ বল-বীর্য্য নৈপুণ্য সন্দর্শন করাইয়াছিলেন যে বম্বে-টিয়াদিগকে পরাজিত হইয়া পলায়ন পন্থার প-থিক হইতে হইল। তিনিও উপস্থিত বিপদসা-

গর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে করিয়া ইটালিদেশের অন্তর্গত বিনিস্ নগরে উপনীত হইলেন। তথায় মহামারী উপস্থিত হইলে সাধারণ মনুষ্য কিরূপ অবস্থায় কালযাপন করে, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য তত্রস্থ চিকিৎসালয়ে তিনি স্বীয় আবাসস্থান নির্দ্ধার্য্য করিলেন। যদিও চিকিৎসালয়ে অবস্থান করা অত্যন্ত ক্লেশকর তথাচ সাধারণ লোকের উপকারার্থ সেই ক্লেশ তাঁহার পক্ষে অক্লেশে পরমসুখজনকরূপে অনুভূত হইতে লাগিল। এবং সাধারণ মানবগণের উপর তাঁহার ক্রমশঃ অদ্ভুত করুণার সঞ্চার হইল। যে সকল মনুষ্য ঋণগ্রস্ত হইয়া অতি কাতরস্বরে তাঁহাকে জানাইত তৎক্ষণাৎ সেই ভয়ানক ঋণ হইতে সেই ব্যক্তিকে অনায়াসেই তিনি মুক্ত করিয়া দিতেন। তিনি মধ্যেং ঘোরতর বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কখন এমন একটী বাক্য তিনি প্রয়োগ করেন নাই, যে তদ্দ্বারা তাঁহার কিঞ্চিৎ অসন্তোষ প্রকাশ হইয়াছে, ফলতঃ তিনি সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি কখন কোন সম্বাদ পত্রিকা পাঠকরিতেন না কারণ তদ্দ্বারা মনোমধ্যে কোন দুঃখের উদয় হইতে পারে অথবা

অধিকাংশ উৎসাহ ভঙ্গ হইতে পারে।

একদা ইউরোপের অন্তর্গত জর্ম্মেনিদেশের কারাগারস্থ মানবন্দিগের অবস্থা পুনর্দর্শন জন্য হাওয়ার্ডের অন্তঃকরণে কারুণ্য রসের উদয় হওয়াতে ১৭৮৯ অব্দে তিনি জর্ম্মেনিদেশে যাত্রা করেন। এইবার তাঁহার শেষ ভ্রমণ আরম্ভ হইল উক্ত স্থানের কয়েদিদিগের অবস্থা দৃষ্টি করত তিনবৎসর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া মহামারী সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বিষয় তাঁহার চেষ্টা করিতে সম্পূর্ণ অভিলাষ ছিল, তৎসমস্ত সম্পাদিত করিয়া কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। জনহাওয়ার্ড যে স্থানে গমন করিতেন তত্রত্য রুগ্নব্যক্তিদিগের কষ্টমোচন করিবার অভিপ্রায়ে সততই সচেষ্ট হইতেন ও ভূরি ভূরি স্থানে ঐ সমস্ত চেষ্টার ফলও তিনি ভোগ করিয়া ছিলেন। বস্তুত পরোপকার করিতে কখন তিনি বিরক্ত হন নাই।

তাঁহার দেশের অন্তঃপাতি চারসন্ নামক নগরে হাওয়ার্ড উপস্থিত হইয়া তথাকার চিকিৎসালয় অবলোকন করেন। সেই চিকিৎসালয়ে মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল তৎসংস্রবে পরম দয়ালু জন হাওয়ার্ডকে দুর্ভাগ্য বশতঃ সহসা অ-

নিবার্য্য সমূহপীড়াগ্রস্ত হইতে হইল। তত্রস্থ মানব সমূহ নানা প্রকার উপায় দ্বারা তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হন কিন্তু তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা কোনরূপেই সফল হইল না। পরিশেষে ১৭৯০ অব্দে জানুয়ারি মাসের বিংশতি দিবসে প্রাতঃকালে ত্রিষষ্টিবৎসর বয়ঃক্রম সময়ে পৃথিবীস্থ সাধারণজনহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা জনহাওয়ার্ড লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

জনহাওয়ার্ডের অসাধারণ বুদ্ধি নৈপুণ্য ও অতিশয় নম্র প্রকৃতি ছিল, পরোপকার বিষয়ে তিনি যদ্রূপ তৎপর ছিলেন, তাঁহার কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহা অনায়াসেই সকলের অনুভূত হইতে পারিবেক। প্রথমাবস্থাবধি তিনি ঈদৃশ একটিও কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, যাহাতে কোনব্যক্তির অপকার বা কোন কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিয়া কাহারও মনে ক্লেশ উৎপাদিত হইয়াছে। তিনি বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি স্বরাজ্যের ও ভিন্ন রাজ্যের সমস্ত লোকের নিকটেই যশস্বী হইয়া ছিলেন, অতএব অবনীমণ্ডলস্থ যাবতীয় মনুষ্যগণ মধ্যে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে কোন প্রকারে কেহই অনুৎসাহী নহেন।

মঙ্গোপার্কের জীবন বৃত্তান্ত।

মঙ্গোপার্ক ইংরেজী ১৭৭১ অব্দে স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতি সেলকার্ক নগরে জন্মপরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, কেবল কৃষিকার্য্য সম্পাদন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার পিতার সর্ব্বসমেত ত্রয়োদশটী সন্তানছিল, মধ্যে পার্ক সপ্তম। তিনি শৈশবকালেই বিদ্যাভ্যাসে অতিশয় যত্নবান ছিলেন, তাঁহার পিতা স্বীয় পুত্রদিগের-শিক্ষার্থে একজন শিক্ষক স্বীয়ভবনে রাখিয়া বাল্যকাল বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা করাইতেন। তাঁহার সকল সন্তানগুলিই অতিসুশীল ও নম্রস্বভাব-তন্মধ্যে মঙ্গোপার্ক শৈশবাবস্থাতেই বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন।

মঙ্গোপার্কের পিতা তত্রস্থ এক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। তিনিও ঈদৃশ দুষ্টতর পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন, যেতদ্দ্বারা অল্পদিবসের মধ্যেই পার্কের উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া উঠিল। এবং তথায় স্বীয়বুদ্ধি নৈপুণ্য ও সুশীলতা দ্বারা জনসমাজে ক্রমশঃ ভূয়সী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি শৈশবকালাবধি বিদ্যানুশীলনে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন ও অত্যন্ত প্রশংসিতও হন। কিয়দ্দি-

বসের পর তিনি চিকিৎসা বিদ্যা উপার্জ্জনে অ-ত্যন্ত উৎসুক হইলেন। এবং তাঁহার পিতা তাঁহার মানস সম্পাদনার্থ সেলকার্ক নগরস্থ "টমাস আ-ণ্ডারসন" নামা একজন চিকিৎসা বিদ্যা বিশা-রদের নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। মঙ্গো-পার্ক তথায় তিনবৎসরের মধ্যেই প্রযত্ন পূর্ব্বক অটল পরিশ্রম সহকারে চিকিৎসা বিদ্যাতে সুশি-ক্ষিত হন।

অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে পার্ক এডিন বর্গন-গরে অবতীর্ণ হইয়া তত্রস্থ বিদ্যালয়ে ভূরি ভূরি শা-স্ত্রাধ্যয়ন করেন, বিশেষতঃ উদ্ভিজ্জবিদ্যা ক্রমাগত উৎসাহ পূর্ব্বক তিনবৎসর শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্বসুভর্ত্তা জেমস ডিক্সন উদ্ভিদ বিদ্যায় বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন, নিতান্ত দরিদ্রও ছি-লেন না। তিনি স্বদেশে খ্যাতিলাভ করিয়া ল-ণ্ডননগরে গমন করেন। তথায় প্রথমতঃ একটি সামান্য কর্ম্মোপলক্ষে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ দিবসাভ্যন্তরে "সারজোজেফ বাঙ্কস" নামা মহাত্মার সহিত তাঁহার সদালাপ হয়, তদ্দ্বারা তাঁহার অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইবার উপক্রম হইয়া উঠে।

মঙ্গোপার্ক এডিন্‌বর্গ নগরস্থ বিদ্যালয়ে উদ্ভিজ্জ বিদ্যা প্রভৃতি নানাশাস্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা বিলক্ষণ নিপুণ হইয়া দৈন্যাবস্থার দূরীকরণাভিলাষে লণ্ডননগরে যাত্রা করেন, তথায় উপনীত হইবামাত্র তাঁহার সেই পরমাত্মীয় জেমস্‌ ডিক্সন যথাসাধ্য উপকার করিলেন। অর্থাৎ তাঁহার প্রভু জোজেফ্‌ বাঙ্কসের নিকটে মঙ্গোপার্কের যেপর্য্যন্ত ক্ষমতা ও নম্রস্বভাব তাহা সমস্তই বক্তৃতা দ্বারা প্রকাশ করেন। বাঙ্কস সমাদর পূর্ব্বক পার্ককে এক অর্ণবপোতে সহকারী অর্থাৎ আসিষ্টান্ট চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হন।

ইতিমধ্যে পার্ক সুমাত্রা উপদ্বীপে গমন করত পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক উদ্ভিদ্বিদ্যা বিষয়ে কতিপয় আবিষ্ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এবং তথায় আট প্রকার নূতন মৎস্য দৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ কয়েক প্রকার মৎস্যের আশ্চর্য্য আকৃতি। তাদৃশ মৎস্য কখনই কোন প্রাণীতত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

পার্কের বয়ঃক্রম ত্রয়োবিংশতি বৎসরের অধিক হইবেক না, এমত সময়ে তিনি লণ্ডন নগরে

প্রত্যাগমন করেন। তত্রত্য লিনিয়ান্ সোসাইটির মধ্যে তিনি অশেষবিধ বক্তৃতা করেন। বিশেষতঃ উক্ত অদ্ভুত মৎস্য সম্পর্কীয় কয়েকটি প্রস্তাব সভামধ্যে পাঠ করেন। সভাস্থ জনসমূহ অনাকর্ণিত অদ্ভুত মৎস্যের বিবরণ শ্রুত হইয়া কৌতূহল পূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এবং উক্ত সোসাইটির বক্তৃতা প্রভৃতি যে সকল বিষয় মুদ্রিত হয় তৎসমভিব্যাহারে ঐ সমস্ত মৎস্যের বিবরণও মুদ্রাঙ্কিত হইল। এই সকল কার্য্যবশতঃ পার্কের যশঃপ্রভা ক্রমশঃ চন্দ্রের কলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলতঃ তাঁহাদ্বারা বহুতর অদ্ভুত কার্য্যের সম্পাদন হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল।

অনন্তর লণ্ডন নগরে আফ্রিকা সম্বন্ধীয় যে সমাজ আছে, তৎসভায় যে সমস্ত সভ্য দ্বারা সকল কর্ম্মই সুসম্পন্ন হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন বিজ্ঞতম ব্যক্তি প্রস্তাব করিলেন, আফ্রিকার মধ্যস্থিত "টিম্বকটু" নামক নগরের যাবতীয় বৃত্তান্ত এবং "নাইজার" নাম্নী নদীর যে কিরূপ গতি ইত্যাদি অপ্রকাশ্য বিষয়ানুসন্ধান করিবার নিমিত্ত

একজন তদুপযুক্ত ব্যক্তি তথায় প্রেরণ করিয়া উক্ত আবিষ্ক্রিয়া কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক উক্ত সমাজস্থ মানবগণ ঐ আবিষ্ক্রিয়া কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সম্পূর্ণ রূপে উৎসুক হন। তদনুসারে ঐ সভার একজন প্রধান সভ্য ব্যাঙ্কস্ নামক সাহেব প্রকাশ করিলেন যে এতদ্বিষয়ের উপযুক্ত পাত্র মঙ্গোপার্ক, অতএব তাঁহাকেই উক্ত কার্য্য সম্পাদনার্থ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। উক্ত বিষয় সমাজস্থ সমস্ত ব্যক্তির অভিমত করিয়া মঙ্গোপার্ককে আফ্রিকা মহাখণ্ডে পাঠাইবার পরামর্শ স্থির করিলেন, তিনিও উৎসাহ পূর্ব্বক গমনে স্বীকৃত হইলেন।

১৭৯৫ অব্দে তিনি একখানি অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ আফ্রিকার অন্তর্গত পাইসেনিয়া গ্রামে উপনীত হন। তথায় কাফ্রি জাতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবসানন্তর উক্ত স্থান হইতে কতকগুলি নিগ্রোজাতীয় মনুষ্য সমভিব্যাহারে করিয়া পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে ক্রমশঃ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল যে কোন২ স্থান অরণ্যময় কোন২ স্থান বা কেবল বালুকাময় এবং কোন২ স্থানে শত২ ভয়ানক হিংস্র জন্তু সমস্ত একত্রে

দলবদ্ধ হইয়া ক্রীড়াদি করিতেছে। অবলোকন করিলে বোধ হয় হয়ত বুভুক্ষু হইয়া এখনি গ্রাসে উদ্যত হইবেক সন্দেহ নাই। মধ্যে মধ্যে কোন নগর কি গ্রাম দৃষ্টি গোচর হইলে তথায় উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়ায় যে ভূরি২ অসভ্য জাতীয় মানব মণ্ডলীতে ব্যাপ্ত আছে।

মঙ্গোপার্কের সমভিব্যাহারে কতকগুলি মনুষ্য, ও একটি অশ্ব দুটি গর্দ্দভ ছিল এবং কতগুলি পদার্থ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকও ছিল। আত্ম রক্ষার্থ কতকগুলি পিস্তল ও তৎপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সকলও ছিল। এবং তিনি স্বদেশের তমাক ও তবলকির মালা ও যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষদ্রব্যও লইয়াছিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ দূর গমন করিতেছেন এমত সময়ে তদ্দেশস্থ কতকগুলি নৃশংস দস্যুবৃত্তি পরায়ণ মনুষ্য সহসা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আক্রমণের উপক্রম করিল কিন্তু মঙ্গোপার্ক স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে কিঞ্চিৎ তমাক ও কিছু তবলকির মালা দিয়া সেই নির্দ্দয় দস্যু হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

অনন্তর আফ্রিকা মহাদ্বীপের অন্তর্গত উলি-রাজ্যের রাজধানী মেদিনা নামে বিখ্যাত। তথা

হইতে হস্তী শিকারী তিন জন মনুষ্য সমভিব্যাহারে করিয়া লইলেন। তাহারা পথ দর্শক ও বারি-বাহক রূপে পরিগণিত হইল। ক্রমে২ কখন অরণ্য কখন বা বালুকাময় স্থান প্রভৃতি উত্তীর্ণ হইয়া পার্ক ফেজান্ নামক স্থানে অবতীর্ণ হন। তত্রস্থ রাজা তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া কহিলেন, তুমিকে ও কোন্ দেশ হইতেইবা আগমন করিলে? এই সমস্ত বাক্য দ্বারা ক্রূরতা প্রকাশ করিয়া অকারণে বল পূর্ব্বক তাঁহার সঞ্চিত দ্র-ব্যাদির প্রায় অধিকাংশই অপহরণ করিল। পার্ক এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে কেসনরাজেশ্বরের ভ্রাতৃপুত্র কোন কার্য্য বশতঃ ঐ স্থানে আসিয়াছিলেন, তিনি পার্কের সন্নিকটে অবতীর্ণ হইয়া কহিলেন, আপনি ঈদৃশ অন্যায় ও বিচার হীন স্থানে অবস্থান করিবেন না। আমার পিতৃব্য সন্নিধানে আসুন লইয়া যাই, অবশ্যইকোননাকোন উপায় করিয়া দিব। পার্ক এই কথা শুনিবামাত্র তৎসমভি-ব্যাহারে যাত্রা করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার অবশিষ্ট দ্রব্যাদি প্রায় সমস্তই অপহৃত হইল।

পার্ক অনুপায়বিবেচনা করিয়া চিন্তাপথে দণ্ডায়মানহইলেন। যদিও তিনি মধ্যে২ সমূহ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন তথাপি সেই ভ্রমণপরায়ণের ভ্রমণে উৎসাহের কোন অংশেই ম্যূনতা হয় নাই।

পার্ক তথাহইতে লুডিমা রাজ্যে উপস্থিত হইলে তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। এই রাজ্যের নরপতির নাম "আলি" ও এই রাজ্যের রাজধানী বিনাউনি নামে বিখ্যাত, পার্ক একাকী ঐ নগরে উপনীত হন। তন্নগরস্থ মনুষ্যগণ শ্বেতবর্ণ মানবদেখিয়া চমৎকৃত হইল এবং পুরবাসিনী কুলবালা কামিনীরা তাঁহাকে দৃষ্টি করিয়া সন্নিকটে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার হস্তপদাদির অঙ্গুলিসমস্ত পরিগণনা করিয়া পরস্পর ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ করিল যে মনুষ্যের সদৃশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি রক্ত মাংস সকলই আছে হয়ত্ত মনুষ্যই হইবে। কেহ কহিল তবে এত শ্বেতবর্ণ কেন, কেহ প্রত্যুত্তর করিল যে, হয়ত শৈশবকালে উহার মাতা ক্রমাগত উহার গাত্রে দুগ্ধ লেপন করিয়াছিল, তজ্জন্যই শ্বেতবর্ণ হইয়াছে।

আলি সহসা পার্কের প্রতি অন্যায়াচরণ করেন অর্থাৎ অবশিষ্ট যেং দ্রব্যাদি তন্নিকটে ছিল, সমস্তই বল পূর্ব্বক অপহরণ করেন, ও বিনা-দোষে নিগ্রহও করিতে ত্রুটি করেন নাই। পার্কের নিকটে একটা কোম্পাস ছিল, তাহা ক্রমাগত উত্তরদিকেই অবস্থান করে, অন্যদিকে কদাচ একমুহূর্ত্তও থাকেনা, আলি ইহা অবলোকন করিয়া অনুভব করিলেন যে হয়ত কোন প্রকার ইন্দ্রজাল বিদ্যা হইবেক। ঐ বিদ্যা দ্বারা আমাদিগকে ভস্মীভূত করিবে কি আর কিছু করিবেক অতএব ঐ কোম্পাসটি না লইয়া পার্ককে ইন্দ্রজালিক সম্বোধন করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার এই কুহকযন্ত্র নিরবচ্ছিন্নই উত্তরদিকে অবস্থান করে ইহার কারণ কি। তিনি উত্তর করিলেন যে, ঐ কুহকের গর্ব্ভ ধারিণী ঐ দিকে আছেন, তন্নিমিত্তই সর্ব্বদা মাতৃ সন্নিধানে গমনেচ্ছু হইয়া ঐ দিকে সম্মুখকরত অবস্থান করিতেছে।

রাজা পূর্ব্বপক্ষ করিলেন যে যদি উহার মাতার পরলোক, প্রাপ্তি হয়? মঙ্গোপার্ক সিদ্ধান্ত করিলেন, যে যদ্যপিও এরূপ ঘটনাই ঘটে তবে

ঐ দিকে তাঁহার সমাধি হইবেক অতএব সর্ব্বদাই তন্নিরীক্ষণ জন্যই ঐ রূপ অবস্থান করিবেক। অতঃপর ভূপতি বিনা পরাধে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন, পার্ক সাহেব ক্রমে অনাহারে সেই অসহ্য কারা যন্ত্রণা ভোগকরিয়া অতিশয় শীর্ণ হন, ইতিমধ্যে জ্বররোগে প্রপীড়িত হইয়া এককালে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া ছিলেন, কিন্তু অল্পদিবসের মধ্যেই জ্বর হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। তৎকালে ঐ রাজ্যের নিকটস্থ কোন নরপতি আলির রাজ্য আক্রমণে তৎপর হইয়াছেন, এই কিম্বদন্তী শুনিয়া আলি স্বীয় রাজ্য রক্ষার্থ বিব্রত হন। ইত্যবসরে মঙ্গোপার্ক পলায়ন পরতন্ত্র হইলেন।

পার্ক অনুভব দ্বারা সঙ্কল্প করিয়া ছিলেন যে "বাম্বারা" রাজ্য, নাইজর নদের অতি সন্নিকটেই হইবেক অতএব কোম্পাস দ্বারা দিক্ নির্ণয় করত এক অরণ্যানীর অভ্যন্তর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কএক দিবসের পরে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হন ও অনাহার বশতঃ ভাবি মরণই স্থির করিলেন। বিশেষতঃ তৃষ্ণাতুর হইয়া ঈদৃশ ক্লেশান্বিত হইয়াছিলেন যে বাষ্পভাবে কণ্ঠশুষ্ক হইয়া প্রায় তাঁহার বাক্য রোধ হইবার

...বস্থা করিয়া উঠিল, কিন্তু দৈববশতঃ হঠাৎ অতিশয় বর্ষণ হইতে লাগিল। তৎসময়ে যদিও তাঁহার কোন সদুপায় করিতে সামর্থ্য ছিলনা তথাচ জীবনাশয়ে একখানি স্বীয় বস্ত্র সেই বৃষ্টি বারিতে আর্দ্র করিয়া সেই বস্ত্রনিষ্পীড়িতবারি পান করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন।

পরে সেই বিপিন মধ্যে তিনি অহর্নিশি গমন করিতে প্রবৃত্ত হন, মধ্যে২ নিদ্রাকর্ষণ হইলে তিনি ধরা শয্যায় শয়ন করত কিঞ্চিৎকাল নিদ্রিতাবস্থায় যাপন করিতেন, এইরূপে সাত আট দিবস ক্রমাগত গমন করিয়া বাম্বারা রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া তাঁহার অপরিমিত দুঃখাবস্থার কিঞ্চিৎ নিঃশেষ হইল। অনন্তর তথা-হইতে যাত্রা করিয়া পার্ক সাহেব উক্ত রাজ্যের অন্তঃপাতি ... নগরে অবতীর্ণ হন। তথাকার অধিপতি তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিলেন, সুতরাং তাঁহাকে দ্বারে২ ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল; কিন্তু তন্নগরস্থ সমস্ত মানব ... তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইয়া তাঁহার ... করিলেন না।

... পার্ক ... ভিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়ায়

অনাহারে এক বৃক্ষ মূলে কাল ক্ষেপণ করিতেছেন এমত সময়ে কোন কার্য্য বশতঃ তন্নগর বাসিনী এক কামিনী একাকিনী তন্নিকট বর্ত্তিনী হইল এবং পার্কের শীর্ণ দেহ ও শুষ্ক বদন নিরীক্ষণ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া স্বীয় কুটীরে লইয়া গেলেন, ও সাধ্যানুসারে ভক্ষ্য দ্রব্যাদি প্রদানও করিলেন। পার্ক তদ্দিবস ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া পরদিবস প্রস্থান করেন। ক্রমশঃ পথি মধ্যে ভূরি ভূরি কষ্ট সহ্য করিয়া ও নানাবিধ হিংস্র জন্তু এবং দস্যু হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ১৭৯৭ অব্দে ইংলণ্ডে উপনীত হন।

১৮০৬ অব্দে ইংলণ্ডস্থ ভূপতি, পার্ককে টিম্বক্টু নগরে যে সকল বিষয় অপ্রকাশ্য আছে তৎসমস্ত আবিষ্ক্রিয়া করিবার অনুমতি প্রদান করেন। ও পঞ্চাশত সহস্র মুদ্রাও প্রদান করেন, পার্কও যত্ন পূর্ব্বক স্বীকৃত হইয়া গমনে উদ্যত হন। ক্রমশঃ তিনি পাইসেনিয়া হইতে কএক জন প্রহরী সমভিব্যাহারে লইলেন। পরে পথিমধ্যে তাঁহার সঙ্গী লোক নানা প্রকারে প্রায় অনেকেই কাল গ্রাসে নিপতিত হয় অবশিষ্ট নয় জন মাত্র

জীবিত ছিল। কিয়ৎকালানন্তর তিনি সেগোনগরে উপস্থিত হন এবং স্বীয় ভৃত্যকে পর্য্যটন সংবাদ সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন এবং তত্রস্থ অধিপতির বিশেষানুকূলতায় একখান নৌকা প্রস্তুত করিয়া পাঁচ জন লোক সমভিব্যাহারে ঐ তরণিতে আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করেন, কিন্তু এই অবধি চারি বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সম্বাদ কেহই প্রাপ্ত হয়েন নাই।

১৮১০ অব্দে সিনিগাল রাজ্যেশ্বর মঙ্গোপার্কের সন্দেশ বাক্য শ্রবণেচ্ছু হইয়া তদনুসন্ধান জন্য স্বীয় প্রতিহারীকে প্রেরণ করেন। প্রতিহারী ন্যূনাধিক দুইবৎসর পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাগত হইল এবং পার্কের সমস্ত সম্বাদ কহিল যে ভ্রমণ পরায়ণ মঙ্গোপার্ক কিঞ্চিৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া টিম্বকটু নগরে গিয়াছিলেন। তত্রত্য মানবগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া ক্রমশঃ তত্ত্বানুসন্ধান করত বাউসাগ্রামে অবতীর্ণ হন। তথায় যাইবামাত্র তত্রস্থ নরপতি অস্ত্রাদি সমভিব্যাহারে কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলে তাহারা সহসা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল, ইঁহারাও সেই প্রবল শত্রুদিগকে পরাজিত করণাশায় স্বীয়২

পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ভয়ানক তুফানকে [illegible] জিত করিতে ত্রুটি করিলেন না। [illegible] পুনঃপুন বড় ঝড়ের আঘাতে ব্যথিত হইয়া [illegible] ও তদ্[illegible] সঙ্গীগণ অত্যন্ত ভীত হন এবং তৎকালে তাঁহারা সকলেই [illegible] ঝাঁপ দিয়া সন্তরণ দ্বারা তীরে উপস্থিত হইবার দৃঢ় যত্নপূর্ব্বক সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু [illegible] সঙ্গী একজন ব্যতিরেকে কেহই পরিত্রাণ পাইল না, অর্থাৎ তাঁহারা আর সকলেই অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সেই অসাধারণ ভ্রমণ পরতন্ত্র মহানুভবের [illegible] এই অবনীমণ্ডলে এককালে এত বিস্তৃত হইয়াছে যে, তাহা আমাদিগের বাক্ পথাতীত। এই মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত পৃথিবী মণ্ডলে ভূরি ভূরি ইংরেজী পুস্তকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অতএব তৎসংক্রান্ত কোন২ বিষয় পাঠ করিলে পাঠক [illegible] পর্য্যাপ্ত তৃপ্তিবোধ হইবেক, [illegible] আমাদিগের যথা সাধ্য [illegible]

আকবারশাহ জীবন বৃত্তান্ত।

যবন রাজাদিগের মধ্যে আকবরশাহ বিশেষ বিচক্ষণ ও ক্ষমতাশীল ছিলেন এবং সমর বিষয়ক নৈপুণ্য দ্বারা ভূরি ভূরি রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক হস্তগত করিয়া স্বীয় অধীন করেন। ফলতঃ তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন তন্নিত্তই এইক্ষণে আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে অতি সংক্ষেপে তদীয় চরিত লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আকবর শাহের পিতা হুমাউন্ নামে বিখ্যাত, তিনি যৎকালে সিন্ধুনদীর পশ্চিমাংশে বসতি করেন, তৎকালে তাঁহার বিমাতা একদিবস একসমুন্নত রম্য প্রাসাদের অন্তঃপুরমধ্যে মহোৎসব করিতে উৎসুক হন। তদুপলক্ষে তৎসমীপস্থ সমস্ত কামিনীগণ আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তত্রত্য ভবনে আনীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক পরমা সুন্দরী অল্প বয়স্কা হামিদানাম্নী কামিনীর রূপলাবণ্যের মাধুরী সস্নেহ নয়নে ঈক্ষণ করিয়া হুমাউনের চিত্তমধ্যে ক্রমশঃ প্রণয় সঞ্চারের আবির্ভাব হইতে লাগিল। এবং সচেষ্ট হইয়া যত্ন পূর্ব্বক ঐ কামিনীকে বিবাহও করিলেন।

কিয়দ্দিবসানন্তর হুমাউন রাজ্যচ্যুত হইয়া তৎসহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে করিয়া এক বিপিন

মধ্যে পলায়ন পরতন্ত্র হন। এবং ক্রমেং সিন্ধু নদীর নিকটবর্ত্তী অমরকোটনগরে তাঁহারা উপনীত হইয়া অতি কষ্ট সৃষ্টে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তৎসময়ে ইংরেজী ১৫৪২ অব্দে অকটোবরের চতুর্দ্দশ দিবসে উক্ত নগরে মহাত্মা আকবরশাহ ভূমিষ্ঠ হয়েন। তাঁহার পিতা সস্নেহ নয়নে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া অপর্য্যাপ্ত প্রীতি লাভ করেন। এবং স্বীয় পুত্রকে কিঞ্চিৎ কস্তূরিদিয়া তত্রস্থ মানবগণনিকটে প্রার্থনা করিলেন যে এই মৃগনাভি গন্ধবহসংযোগে যাদৃশ রূপে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয় আমার এই সন্তানের নাম যেন তাদৃশ রূপে দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হয়। হুমাউন অমর কোটের রাজার সহায়তায় বিকারের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন কিন্তু পরিশেষে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না।

তৎপরে হুমাউন কান্দাহার গমন করেন কান্দাহার তখন কামরাণের অধীনে ছিল, তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তত্রত্য শাসন কর্ত্তা অস্ক্রা-আস্কারী তাঁহার তাবৎ সম্পত্তি ও তৎপুত্র আক-বরকে বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইলেন। হুমাউন স্বীয় মহিষী সমভিব্যাহারে করিয়া খোরাশানে পলা-

য়ন করেন। পরে তিনি পারস্য দেশীয় পাদশাহের সরণাপন্ন হন, উক্ত পাদশাহ হুমাউনকে অতি সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ভগিনী ও রাজ্যের প্রধান২ কর্ম্মচারিদিগের যত্ন ও কৌশলে তিনি দশসহস্র পারসিক সৈন্য পাইয়া তামাস্পের পুত্র মুরাদকে সমভিব্যাহারে লইয়া কান্দাহার ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব বর্ত্তী স্থান সকল ছয় মাস পরিশ্রম করিয়া হস্তগত করত, পূর্ব্ব স্বীকৃত অনুসারে মুরাদকে সমর্পণ করেন। অতঃপর হুমাউন কাবুলে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে মুরাদের মৃত্যু সংবাদ শুনিবামাত্র প্রত্যাগত হইয়া নানা কৌশলে কান্দাহার হস্তগত করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে কাবলও তাঁহার হস্তগত হয়, হুমাউন কাবুল প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় পুত্র আকবরের মুখ সন্দর্শন করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হন। তখন আকবরের বয়ঃক্রম চারিবৎসর।

তদনন্তর ক্রমশঃ হুমাউন ছলে বলে ও নানা কৌশলে স্বীয় রাজ্য প্রভৃতি হস্তগত করিয়া পরমসুখে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্ব্বে আকবর মধ্যে২ অনিবার্য্য বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেন কিন্তু কেবল সেই করুণা নিধান জগৎপাতা

পরমেশ্বরের অসীম করুণাবশে সেই সমস্ত সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা পাইতেন। কিয়দ্দিনানন্তর আকবর স্বীয় রাজ্যে আসিয়া উপনীত হন এবং ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় আকবরকে রাজ্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে হইল। সুতরাং তিনি রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

হুমাউন বর্ত্তমানে বাহারামখাঁ নামা এক ব্যক্তি তাঁহার অত্যন্ত অনুগ্রহের পাত্র ছিল ও রাজকীয় সমস্ত কার্য্যই তদ্দ্বারা সমাপ্ত হইত, তজ্জন্য ঐ খাঁকে খাঁবাবাবলিয়া তত্রস্থ সর্ব্বলোকেই সম্বোধন করিত। আকবরও খাঁকে রাজকার্য্যের সমস্ত ভারার্পণ করাতে, খাঁবাবা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা আকবরের বিলক্ষণ বিশ্বাস ভাজন হইয়া উঠিল। আকবরের পিতার মৃত্যু সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইলে বদকসাঁর অধিপতি আকবরকে সংগ্রাম বিষয়ে অনভিজ্ঞ বিবেচনায় সহসা বল পূর্ব্বক কাবুল রাজ্য আক্রমণ করত অপহরণ করেন। এই সময়ে আফগান জাতিরা আকবরের সহিত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া তৎপর হয়। কিন্তু উক্ত জাতিরা তাঁহাকে কোন প্রকারে সমরে পরস্ত

করিতে সমর্থ হইল না। প্রত্যুত তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রভাবশালী আফগান জাতীয় মনুষ্য তুমুল সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে আহত হইলে আকবরের সন্নিধানে আনীত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সানুকম্প প্রকৃতি বশতঃ ঐ ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিলেন না।

পঞ্জাব প্রভৃতি কএক দেশ ইতি পূর্ব্বে হস্তান্তর হইয়া ছিল, অধুনা আকবর স্বীয় যুদ্ধ নৈপুণ্য দ্বারা তৎসমস্ত ক্রমে২ পুনশ্চ সম্প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এবং ন্যূনাধিক আট মাস সংগ্রাম কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে শত্রুপক্ষ প্রায় সমস্তই উৎসন্ন হয়; বাহারাম খাঁর যদিও অতিশয় কার্য্য নৈপুণ্য ছিল, কিন্তু রাজ্যের প্রতি অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে অল্প দিনের মধ্যে আকবর কর্ত্তৃক তিনি পদচ্যুত হন। পরন্তু বাহারামখাঁ ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া পঞ্জাব আক্রমণের উপক্রম করিল। আকবর ইহা শুনিবামাত্র রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া রণে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার অসাধারণ যুদ্ধ নৈপুণ্য দৃষ্টি করিয়া বিপক্ষ সৈন্যসমূহ শ্রেণী ভঙ্গ হইয়া পলায়ন পরবশ হইল, সুতরাং খাঁ পরাজিত হইয়া

আকবরের সন্নিধানে কৃতাঞ্জলি পুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং তাঁহার অনুমত্যনুসারে মক্কা গমনে নিতান্ত উৎসুক হইল।

ইতি পূর্ব্বে কএক রাজ্য যে হস্তান্তর হইয়াছিল, তাহার বীজ এই যে পূর্ব্বকালস্থিত যবন রাজারা রাজ্য রক্ষা নিয়মে বিলক্ষণ অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং হিন্দু জাতিদিগের অতিশয় বিদ্বেষ করিতেন. আকবর অধীশ্বর হওয়াবধি কি যবন কি হিন্দু কোন ব্যক্তিই কখনো মানচ্যুত হয়নাই। বিশেষতঃ হিন্দুদিগকে প্রায় সর্ব্বদাই উচ্চপদাভিষিক্ত করিতেন সুতরাং রাজ্যের কোন বিশৃঙ্খল ঘটে নাই, প্রভুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আকবর বুদ্ধি প্রাথর্য্য ও কার্য্য দক্ষতা প্রযুক্ত তিন বৎসরের মধ্যে দিল্লী লখ্‌নৌ জোয়ান পুর ও গোয়ালিয়া প্রভৃতি অধিকার করিয়া স্বীয় নিয়ম সমস্ত ঐ সকল রাজ্যে যুগপৎ সুন্দর রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। এবং ঐ সমস্ত দেশে ইচ্ছানুসারে আধিপত্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মালয় দেশের সুবাদার " রাজবাহাদুর" নামে বিখ্যাত এক ব্যক্তি ঐ দেশে স্বাধীন রূপে কালযাপন করিতেন। ১৫৬০ অব্দে আক্

বরের সৈন্যাধ্যক্ষ আদমখাঁ নামা একব্যক্তি রাজবাহাদূরকে সংগ্রামে পরাভূত করিয়া তত্র কর্ত্তৃত্বপদে স্বীয় ইচ্ছানুসারে আপনিই নিযুক্ত হইল। আকবরের এই সংবাদ শ্রবণ গোচর হইবা মাত্র তথায় গমন করিযা সহসা আক্রমণ করাতে আদমখাঁ উক্ত দেশ হইতে পলায়িত হয়। এবং রাজবাহাদুর আকবরের সানুকূল্য প্রযুক্ত পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় কালক্ষেপণে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৫৬৪ অব্দে আকবরের অধীনস্থ অজবেগ জাতীয় কতকগুলি সৈন্যাধ্যক্ষ হঠাৎ রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিল, আজক্খাঁ প্রভৃতি কএক জন প্রসিদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষও ইহাদের মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু প্রকাশ ছিলনা।

নর্ম্মদাতীর সান্নিধ্য গড়ানামক দেশের অধীশ্বরী অতিশয় রণপণ্ডিতা ছিলেন। তিনিও কোন কারণ বশতঃ আকবরের বিলক্ষণ বিপক্ষা হইয়া স্বীয় সৈন্য চালনা করত যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীতা হইলেন। পরে সেই বিদ্রোহীরা ঐ স্ত্রীর সহিত সকলে মিলিত হইয়া পরাক্রান্ত আকবরের সহিত রণে অগ্রসর হইল। ঐ নারী স্বীয় বীর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়া ন্যূনাধিক দুইবৎসর পর্য্যন্ত তুমুল

সংগ্রাম করেন, পরিশেষে তাঁহাদিগের সকলকেই পরাভূত হইতে হইল। ইতি মধ্যে হাকীমনামা এক ব্যক্তি আকবরের সহোদর, পঞ্জাব আক্রমণে উদ্যত হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তত্র গমন করত হাকীমের গর্হিতাবরণ দেখিয়া রণে সমুদ্যুক্ত হন। কিন্তু সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইলনা, তদুদ্যোগেই তাঁহার মনস্থ কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন হইল এবং স্বীয় বাহুবলে ভূরি ভূরি রাজ্য অধিকৃত করিয়া দিন-যাপন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজপুতনার অন্তর্গত এক রাজ্য, বিশেষতঃ মিবার রাজ্যের রাজধানী চিত্রকূট আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইতে লাগিল। অবিলম্বে আকবর ঐ সমস্ত স্থানে অবতীর্ণ হইবামাত্র তত্তদ্দেশাধিপতি তাঁহার বল বিক্রম দেখিয়া পলায়ন পরবশ হন। সুতরাং তাঁহার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হওনের কোন ব্যাঘাত জন্মিলনা। পরবৎসর তিনি কালিঞ্জরের দুর্গ আক্র-মণ পূর্ব্বক অধিকার করেন। কতকদিন পরে মাড়োয়ার ও জয়পুর নিবাসী রাজাদিগের কন্যা-গণকে তিনি উৎসাহ পূর্ব্বক বিবাহ করিয়া স্বীয় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় পরম সুখে অবিচ্ছেদে রাজ কার্য্য

পর্য্যালোচনা দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৫৭২ অব্দে গুজরাট রাজ্যের শাসন রীতির বৈপরীত্য ঘটনা উপস্থিত হয়। আকবর ঐ কথা শ্রবণ মাত্র উক্ত রাজ্যে অবতীর্ণ হন। এবং বিদ্রোহীদিগের মধ্যে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতাদ্বারা সান্ত্বিস্থাপন করেন, কাহাকে বা ভয়মিত্রতা দ্বারা বশীভূত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় রাজনিয়মাদি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করত প্রত্যাগমনে তৎপর হয়েন। ক্রমশঃ আগ্রাপর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় যে হোসেনমৃজা নামা এক ব্যক্তি পুনর্ব্বার গুজরাট আক্রমণ করিয়াছে। এই কথাটি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধাভিভূত হইয়া দ্বিসহস্র অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে তৎস্থানের নিকটবর্ত্তী হইলেন। এবং রণস্থলে বাদ্যোদ্যম করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া শত্রুপক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতেলাগিলেন। পরক্ষণেই যুদ্ধারম্ভ হইল, যদিও বিপক্ষদল তৎসৈন্য সমূহ অপেক্ষা অধিক ছিল তথাপি তাঁহার অপূর্ব্ব রণপাণ্ডিত্য ও বুদ্ধি কৌশলে অনায়াসেই জয়লাভ করিয়া তিনি স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন এবং

তাঁহার সহিত হোসেনমুজা, শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আনীত হইল।

১৫৭৫ অব্দে বঙ্গদেশ ও বেহার অধিকৃত করিতে আকবরের নিতান্ত অভিলাষ জন্মিল। তৎকালে দাউদ খাঁ নামা এক পাপাত্মা বাঙ্গালা ও বেহারে স্বাধীনত্ব রূপে কালক্ষেপণ করিত। ঐ খাঁ ইহার পূর্ব্বে আকবরের সম্মুখে কিঞ্চিৎ২ করপ্রদানে স্বীকৃত হয়। অধুনা ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তৎপ্রতিজ্ঞেয় সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিল। অতএব আকবর, বেহার আক্রমণার্থ কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং আপনিও তদনুগামি হইলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দৃষ্টি করিলেন, দাউদখাঁ ভয়দ্রুত হইয়াছে। সুতরাং নির্ব্বিবাদে বেহার দেশ তাঁহার আত্মসাৎ হইল। ১৫৭৬ অব্দে তিনি বঙ্গদেশ অধিকৃত করিতে আগমন করেন। এবং উক্তদেশে তিনি পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার অভিলষিত ব্যাপার সুসম্পন্ন হইতে কোন প্রতিবন্ধক ঘটে নাই। ইহাতে আকবর অপর্য্যাপ্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন।

কাশ্মীরদেশ প্রথমাবধি হিন্দুদিগের ছিল, চতুর্দ্দশ শতাব্দ অবধি যবন কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া

সেই পর্য্যন্ত মুসলমান দ্বারা পরিশাসিত হইতে ছিল। কিয়ৎকাল পরে ঐ সকল যবন রাজাদিগের পরস্পর আত্মবিচ্ছেদ হয়। আকবর ঐ সময় সুযোগ পাইয়া সসৈন্যে কাশ্মীর দেশে যাত্রা করেন, তিনি ভাবিয়া ছিলেন যে যবন রাজাদিগের পরস্পর বিচ্ছেদ তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার পক্ষে অতিশয় সহায়তা করিবেক। ফলতঃ উক্তদেশ অনতিরিক্ত আয়াস সাধ্যেই তাঁহার হস্তগত হইল এবং তত্রস্থ ভূপতিকে বেহারদেশের অন্তরীণ যৎকিঞ্চিৎ ভূমি সম্পত্তি প্রদান করিয়া তাহার রাজস্ব আকবর গ্রহণকরিতে লাগিলেন। সুতরাং কাশ্মীর দেশীয় ভূপতি আকবরের অধীন হইয়া কাল ক্ষেপণ করিতে থাকিলেন। তৎপরে আকবর পেসোয়ার দেশের উত্তরস্থ উপত্যকা প্রভৃতি অধিকৃত করিয়া তন্নিকটস্থ পার্ব্বত্য মানব গণের সহিত ন্যূনাধিক পঞ্চদশ বৎসর নিযোজিত ছিলেন। এই সময় তিনি সিন্ধুদেশও হস্তগত করেন, ক্রমশঃ পারসদেশ হইতে বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমা ও বিন্ধ্যগিরি হইতে হিমালয়পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইল। ফলতঃ যবন রাজাদিগের মধ্যে এতবড় রাজ্য প্রসার করিতে কাহারও সামর্থ্য

হয় নাই। কেবল দক্ষিণ দেশ তাঁহার রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে অবশিষ্টছিল।

কিয়দ্দিবসানন্তর অহমদ নগরের নরপতি পরলোক গমনকরিলে ঐ রাজ্য প্রাপ্ত্যভিলাষে তত্রত্য দুই তিন ব্যক্তি পরস্পর বিরোধের উপক্রম করিল, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি আকবরের সহায়তা প্রার্থনা করাতে তিনি কতকগুলি স্বীয় সৈন্য প্রদান করেন এবং আপনিও যুদ্ধার্থে তদনুগামি হইলেন। ইতি মধ্যে এক রণপণ্ডিতা কামিনী কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক বিপক্ষদলের সহিত এক তন্ত্রিণী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীতা হইলেন। এবং সাঁজোয়া পরিধান ও অসিধারণ করত অনবগুণ্ঠনবতী হইয়া ঈদৃশ যুদ্ধনৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন যে তেমন রণপাণ্ডিত্য যুগ যুগান্তেও কখন কোন যোদ্ধার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সুতরাং আকবরও বিস্ময়াভিভূত হইলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস তুমুল সংগ্রাম করিয়া আকবর স্বীয় মন্ত্রীকে রণের আধিপত্য প্রদান করিয়া আগ্রায় প্রত্যাগমন করেন।

পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ মাত্র অনিবার্য্য শোকাভিভূত হইয়া দিন-

যাপন করিতে লাগিলেন, এই পুত্রশোকে তাঁহার চরম পীড়ার সঞ্চার হইয়া উঠিল, পরিশেষে যত মানব তাঁহার দৃষ্টিপথের পথিক হইল, তাহাদিগের সকলেরই নিকট রাজ্য শাসন জন্য যদি কোন ত্রুটি হইয়া থাকে তন্নিমিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রকে স্বীয় রাজ্যের সমস্ত নিয়মের উপদেশ দিয়া ১৬০৫ অব্দে পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত আকবরশাহ কালের করাল বদনে নিপতিত হইলেন। তিনি অতিশয় বীর্য্যবান ছিলেন এবং দেহটি গৌর বর্ণ অঙ্গসৌষ্ঠবও বিলক্ষণ ছিল। তাঁহাকে একবার যে নিরীক্ষণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই শ্রীমান সুন্দর পুরুষের উপমাস্থলে তাঁহাকেই দৃষ্টান্ত দিয়া বক্তৃতা করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

আকবরশাহের অবয়ব নিতান্ত সাধারণ মানবগণের দেহতুল্য ছিলনা অর্থাৎ তিনি যাদৃশ বলীয়ান ও সাহসান্বিত ছিলেন দেহটিও তাদৃশ দীর্ঘ ও ক্ষমতাশীল ছিল। মৃগয়াগমনে তিনি বিলক্ষণ তৎপর ছিলেন অর্থাৎ জীবনাবধি শিকার করিতে ক্ষণমাত্রও অনুৎসাহী ছিলেন না। তিনি অশ্বারূঢ় হইয়া ন্যূনাধিক ইংরেজী চত্বারিংশৎ ক্রোশ

পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিতে পারিতেন। তাঁহার অসীম অনুকম্পা ও ধীশক্তিছিল, তদ্দ্বারাই এই অবনী-মণ্ডলে অখণ্ডযশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষাও যৎকিঞ্চিৎ জানিতেন। এবং তদুৎসাহে তৎসভাস্থ পণ্ডিতসমূহকর্ত্তৃক বেদ ও রামায়ণ প্রভৃতি ভূরি২ গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। আকবর নিরবচ্ছিন্ন আরবীভাষা আ-লোচনায় বিরতছিলেন এবং চান্দ্রবৎসর, ও মাসের আরবী নাম এবং হিজরীশক পরিবর্ত্তকরিয় সৌরবৎসর ও মাসের পারস্যনাম ও মহাবিষুবের পশ্চাদ্বর্ত্তী অহর্নিশিগমদিবসাবধি, শক তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রচলিত করিয়া ছিলেন।

আকবরের নিয়মানুসারে তদ্রাজ্যে ঋতুমতী না হইলে কন্যাসন্তানের উদ্বাহ হইতনা এবং যোষিদগণের পতি বিয়োগ হইলে পুনশ্চ পরিণয় হইত। কি স্বজাতি কি ভিন্নজাতি তিনি কাহারও কোন ধর্ম্মের প্রতি হস্তার্পণ করেন নাই। তাঁহার অধিকারস্থ সমস্ত ভূমি স্বচক্ষে ঈক্ষণ করিয়া নিয়ম বদ্ধ করিয়াছিলেন অর্থাৎ যে ভূমিতে যাদৃশ শস্য হইত তাহার তাদৃশ রাজস্ব নির্দ্ধারিত করেন। সুতরাং প্রজাবর্গ উৎসাহ পূর্ব্বক অকাতরে রাজস্ব

প্রদান করিয়া ভূপতির জয়কীর্ত্তন করিত। আকবর স্বীয় রাজ্য পঞ্চদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন, তাহার এক এক খণ্ডের এক এক জন শাসন কর্ত্তা ছিল, তাহারা সুবাদার উপাধিতে বিখ্যাত হয়। আকবরশাহ এক রজপুতের বাটিতে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য যে হিন্দুজাতি মুসলমানকে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অসঙ্কুচিতচিত্তে কন্যাদান করিয়া ছিলেন। ফলতঃ আকবর যে মুসলমান তাহা হিন্দুরা বিবেচনা করিত না, ইহা কেবল আকবরের স্বভাব গুণ ভিন্ন আর কিবলিতে পারাযায়। তিনি যদ্রূপ ক্ষমতাশীলছিলেন এই তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গেতেই পাঠক বৃন্দ এই মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হইবেন সন্দেহ নাই॥

পৃথুরায়ের জীবন বৃত্তান্ত।

রাজাধিরাজ রাজা যুধিষ্ঠির অবধি পৃথ্বীরাজের অধিকার পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসন হিন্দু রাজাদিগের সম্যক রূপে অধিকৃতছিল। কলিযুগের প্রথমাবধি ৪২৬৭ বৎসর পরে উক্ত সিংহাসন যবনাক্ত হয়। হিন্দুজাতীয় মহাত্মাদিগের জীবন বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক প্রাপ্ত হওয়া দুরূহ। ফলতঃ কি সংস্কৃত কি ইংরেজী কোন পুস্তকেই উক্ত মহাত্মাদিগের চরিত প্রায় সম্পূর্ণ রূপে পাওয়া যায় না। কিন্তু হিন্দু জাতীয় মহাত্মাগণের জীবন চরিত যে কোন প্রকারে যথার্থ রূপে বিবৃত করিলে তদ্দ্বারা শিশুদিগের ভূরি ভূরি উপদেশ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা, সন্দেহ নাই। তন্নিমিত্ত আমরা যতদূর পর্য্যন্ত সক্ষমহই মহাবলপরাক্রান্ত দিল্লীশ্বর পৃথুরায়ের জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পৃথুরায় চৌহান্-রাজা দীপ সিংহের ঘরের দৌহিত্র সন্তান। দীপসিংহ পূর্ব্বে শৌনক পর্ব্বতীয় রাজা ছিলেন, যৎকালে দামোদরসেন দিল্লীশ্বর হইয়া প্রজাদিগের ও মন্ত্রীদিগের প্রতি নানা প্রকার অসহ্য অত্যাচার করেন, তখন তত্রস্থ যাবতীয় ব্যক্তি এক পরামর্শী হইয়া উক্ত পার্ব্বতীয় রাজাদীপসিংহকে সসৈন্যে আনাইয়া

দামোদর সেনকে বিনষ্ট করে। এবং দীপ-সিংহকে দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করে। কিয়ৎকাল পরে কোন জোতির্ব্বিদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার প্রমুখাৎ দীপ-সিংহও শ্রুত হন্ যে এই রাজ্যে ভাগিনেয় রাজা হইবেক। তদবধি উক্ত বংশে কন্যা সন্তান জন্মিবামাত্র অকাতরে উৎসাহ পূর্ব্বক বিনষ্ট করিত, বাস্তবিক চারি পাঁচ পুরুষ এতদ্রূপ ব্যবহার প্রচলিত হওয়াতে সুতরাং কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নষ্টকরাই ঐ বংশের এক প্রকার কুলাচার হইয়া উঠিল। তদনন্তর রাজা নরসিংহের একটি কন্যা সন্তান জন্মিল, তাহার নাম রাখিলেন "কমলা"। ঐ কন্যাটিকে স্নেহ বশতঃ নষ্ট করেন নাই এবং যথাযোগ্য কালে প্রাচ্যদেশের অধিপতির সহিত কন্যাটির বিবাহ দেন। কোন বিষয় অনুবাদ অথবা সঙ্গ্রহ করিতে হইলে যদ্রূপ দৃষ্টি গোচর হয়, তদ্রূপ লেখাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য সুতরাং তদনুসারে কএকটি অযৌক্তিক প্রস্তাব লিপিবদ্ধ না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে সক্ষম হইলাম না। ঐ ভূপতির, পূর্ব্বে এক বিবাহ হইয়াছিল সেই পত্নী মনুষ্য মাংস ভক্ষণ করিতেন। বি-

শেষতঃ সদ্যোজাত শিশু ভক্ষণ করিতে অতিশয় তৎপর ছিলেন। এবং স্বীয় স্বামিকে মনুষ্য মাংস ভক্ষণ করিবার রীতি পদ্ধতি সমস্ত শিক্ষা করাইতে ক্রটিকরেন নাই। কিয়দ্দিন পরে কমলার গর্ব্ভে এ-কটি কন্যা সন্তান জন্মিল কিন্তু সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হই-বামাত্র রাজা নরসিংহের প্রথমা পত্নী ঐ সন্তানটিকে ভোজন করেন। তৎপরে পুনরায় কমলা অন্তঃসত্ত্বা হইয়া সপত্নীভয়ে যৎপরোনাস্তি এস্তা হন। এবং স্বামীর বিনানুমতিতে তাঁহার সোদর রাজা জীবন সিংহের নিকট উপনীতা হইয়া অকুতোভয়ে অ-বস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাবিহিত কালে কমলার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল এবং ইংরেজী ১১৫৯ অব্দে পৃথুরায় ভূমিষ্ঠ হয়েন। পৃথুরায় জন্মিবামাত্র দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। জীবন সিংহ জ্যোতির্বিদ মহাত্মাদিগের প্রমুখাৎ স্বীয় ভাগিনেয়ের শুভলগ্নে জন্ম বৃত্তান্ত শ্রুত মাত্রই আহ্লাদসাগরে মগ্নহইয়া যথা সম্ভব আনন্দোৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজধা-নীর প্রতিগৃহে নর্ত্তকীগণে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। অধিক কি উক্ত রাজধানীর ও তাহার নিকট বর্ত্তী স্থান সকলের যাবতীয় আবালবৃদ্ধ ব-

নিত। সকলেই আহ্লাদ সমুদ্রে নিপতিত হইয়া ছিল। ফলতঃ পৃথুরায়ের জন্ম হইলে তৎসময়ে ঈদৃশ ব্যক্তি কেহ ছিল না যাহার অন্তঃকরণে আনন্দরসের আবির্ভাব হয় নাই। পৃথুরায়ের পিতার সন্নিধানে এই শুভ জনক বার্ত্তা প্রেরিত হইলে তিনি, যতদূর সাধ্য স্বর্ণ মুদ্রা, ঘোটক, ভূমি প্রভৃতি সামগ্রী সমস্ত ব্যয় করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ প্রাচ্যদেশীয় রাজধানীতেও পৃথুর জন্মোপলক্ষে যে সকল আনন্দোৎসব হয় তাহা নিতান্ত যৎসামান্য নহে। জীবন সিংহের পুত্র সন্তান হয় নাই সুতরাং স্বীয় ভাগিনেয় পৃথুরায়কে অতিশয় স্নেহ পূর্ব্বক পুত্র বাৎসল্যে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পৃথুর দেহ ক্রমশঃ দিন দিন চন্দ্রের কলারন্যায় বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি উৎসাহ পূর্ব্বক নানা প্রকার বিদ্যার আলোচনা করিতে লাগিলেন বিশেষতঃ শস্ত্র বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বারূঢ় হইয়া ঈদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতেন যে তাদৃশ কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অতিবিরল। তীর নিক্ষেপে দ্রোণাচার্য্যের যদ্রূপ ক্ষমতা ছিল তদ্বিষয়ে পৃথুর সামর্থ্যও তদপেক্ষায় নিতান্ত ন্যূন হইবেক

না। তাঁহার রণদক্ষতাও বিলক্ষণ ছিল, অধিক কি ভূমণ্ডলে এমন একজন মানব ছিলনা যিনি তাঁহার সাংগ্রামিক নৈপুণ্য দ্বারা তাঁহাকে একজন সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধারূপে পরিগণিত করেন নাই। কিয়দ্দিবসানন্তর তাঁহার মাতুল জীবনসিংহ দূরস্থ কোন স্থানে যুদ্ধার্থে গমন করেন। ইত্যবকাশে তাঁহার ভাগিনেয় পৃথু দিল্লীর রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। জীবনসিংহ প্রত্যাগমন করত স্বীয় সিংহাসনে ভাগিনেয়কে নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না। কিয়দ্দিন পরে জীবন সিংহ অরণ্যে বসতি করণ সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা করেন। পৃথুরায় ক্রমশঃ নানা স্থানে সমরানল প্রজ্বলিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দ্বারা তিনি দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম সহকারে যুদ্ধনৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ভূরি ভূরি রাজ্য হস্তগত করায় তাঁহার বাহুবল ও ঘোরতর পরাক্রম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। এবং তাহাতেই তিনি পৃথুরাজ নামে বিখ্যাত হইলেন কান্যকুব্জদেশাধিপতি রাজা জয়চন্দ্র যৎকালে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করেন তৎকালে প্রায় সমস্ত ব্যক্তিই ঐ যজ্ঞক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন। কেবল দিল্লীশ্বর পৃথু তথায়

যান নাই, তজ্জন্য পণ্ডিত বর্গের ব্যবস্থানুসারে সুবর্ণদ্বারা পৃথুর আকৃতি প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত করেন। এবং ঐ স্বর্ণ প্রতিকৃতি এক অতি অপকৃষ্টস্থানে সংস্থাপন হয়। তৎপরে এই সমস্ত বার্ত্তা দিল্লীশ্বরের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি সহসা ক্রোধাভিভূত হইয়া জয়চন্দ্রের রাজ্য আক্রমণের উপক্রম করিলেন। অর্থাৎ কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া তিনি কান্যকুব্জে অবতীর্ণ হন। এবং তদ্রাজ্য হস্তগত করিয়া সেই স্বর্ণ নির্ম্মিত স্বীয় প্রতি মূর্ত্তি লইয়া প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। জয়চন্দ্রের অনঙ্গমঞ্জরী নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা, পৃথ্বীরাজের অসীমপরাক্রম ও রূপ লাবণ্য দেখিয়া স্বয়ম্বরা হইতে মানস করেন। পৃথুও স্বয়ম্বরাভিলাষিণী কামিনীর রূপ মাধুরী দৃষ্টি করিয়া উৎসাহ পূর্ব্বক পরিণয় কার্য্য সুসম্পাদিত করিলেন। তদবধি পৃথ্বীরাজ সতত অন্তঃপুর মধ্যে স্বীয় সহধর্ম্মিণী নিকটে অবস্থান করিতেন। ইত্যাদি ক্রমে কিঞ্চিদ্দিবস কালক্ষেপ করিয়া তিনি পরলোক যাত্রা করেন। এই মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত যদিও বিস্তারিত ক্রমে লিপিবদ্ধ

হইল না, তথাপি এই কএকটি সামান্য প্রস্তাব পাঠ করিলেও পাঠকবৃন্দ পরিতৃপ্ত হইবেন। কারণ হিন্দু জাতীয় মহাত্মাদিগের সম্পূর্ণ জীবন বিবরণ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য।

নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টির জীবন বৃত্তান্ত।

ইংরেজী ১৭৬৯ অব্দে অগষ্টমাসের পঞ্চদশ-দিবসে কর্শিকা উপদ্বীপের অন্তঃপাতি এজাশিও নামক নগরে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম "কারলোবোনাপার্টি" তাঁহার মাতা লিটিসিয়ারামলিনী আখ্যায় বিখ্যাতা এবং অতিশয় রূপবতী ও সদগুণান্বিতা ছিলেন। কারলো বোনাপার্টির সর্ব্ব শুদ্ধ ত্রয়োদশ সন্তান তন্মধ্যে আটজন স্বীয় সচ্চরিত্রতা বশতঃ উচ্চপদাভিষিক্ত হন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বয়ঃক্রম দশবৎসরের অধিক হইবেক না এমন সময়ে তিনি শাটোব্রায়ান নামক স্থানের যুদ্ধ বিদ্যামন্দিরে অবতীর্ণ হইয়া পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সুশিক্ষিত হন। তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অর্থাৎ ১৭৮৪ অব্দে ব্রায়ানের বিদ্যালয়পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের রাজধানী পারিশনগরের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে তিনি প্রবিষ্ট হইয়া ছিলেন।

নেপোলিয়নের ক্রমশঃ ঈদৃশ সৎপ্রকৃতি হইয়া উঠিল যে সতীর্থগণ মধ্যে যদি কেহ তাঁহার প্রতি কুৎসিত ব্যবহার করিত তথাপি তাহার নামে অভিযোগ করিতে কখনই তিনি মনস্থ করিতেন না, প্রত্যুত কোন ২ দোষী ছাত্রের নিমিত্ত অনর্থক

কষ্টভোগ করিয়াছেন। গণিত শাস্ত্র ও পদার্থ বিদ্যায় নেপোলিয়নের ঈদৃশ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া উঠিল যে ১৭৮৩ অব্দে উক্ত বিদ্যালয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিশেষ পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। ঐ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ফ্রান্সের অধীশ্বরের নিকট ১৭৮৪ অব্দের বিজ্ঞাপ্তিপত্রে লিখিয়াছিলেন যে নেপোলিয়ন বোনা পার্টি গণিত শাস্ত্র প্রভৃতিতে প্রযত্ন পূর্ব্বক সুশিক্ষিত হওয়ায় দিন দিন ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। এবং ভূগোল বিদ্যায়ও নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহেন। নাবিকতা কার্য্যেও নিপুণ, বিশেষতঃ পারিশ নগরের যুদ্ধবিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত পাত্র। তদনুসারে নেপোলিয়ন উক্ত বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারিশনগরে একটি সংসামান্য বাসস্থান নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করেন, তাঁহার তখন কিঞ্চিৎ মাত্রও ধন ছিলনা। অতিশয় দৈন্যাবস্থায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ সম্পার্কীয় মানব সকল প্রথমে যেস্থান হইতে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, বোনা পার্টি ঐ কার্য্য প্রাপ্ত্যভিলাষে তৎস্থানে সর্ব্বদাই গমনাগমন করিতে লাগিলেন। মধ্যেং কোনং দিন আহারাভাবে অত্যন্ত ক্লেশা-

ন্বিত হইতেন। কিন্তু বাউরিল নামা তাঁহার এক-জন বন্ধু দ্বারা সেই ক্লেশের অবসান হইত।

১৭৮৫ অব্দে নেপোলিয়ন গোলেন্দাজ সৈন্য সমূহের সহকারী অর্থাৎ আসিষ্টান্ট অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। তাঁহার বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে ফ্রান্সদেশে রাজ বিপ্লব হয় ঐ সময় নেপোলিয়ন স্বীয় রণ পাণ্ডিত্য বিস্তৃত করিতে বিলক্ষণ উদ্যত হইলেন। পালি নামে বিখ্যাত কোন ব্যক্তি ক-র্শিকা প্রদেশের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি নেপোলিয়-নকে স্বীয় সৈন্য সমূহের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ক-রিতে উৎসুক হন। ১৭৯৩ অব্দে নেপোলিয়ন গোলেন্দাজ সৈন্যের অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করি-লেন, এবং টাউলঁা নগর আক্রমণ বিষয়ে যদ্রূপ সাহসিকতা সহকারে সাংগ্রামিক ব্যাপার তিনি সম্পাদিত করেন তদ্দ্বারা বোধ হয় কেবল তাঁহারই অটল বল বিক্রমে ইংরেজ প্রভৃতি সকলেরই পরা ভূত হইতে হইয়া ছিল।

১৭৯৬ অব্দে মার্চমাসে জোজেফীন নাম্নী কা-মিনীকে বিবাহ করিলেন। এই নারী ইতি পূর্ব্বে আর এক ব্যক্তির সহধর্ম্মিনী ছিলেন ফ্রান্সদেশীয় রাজ বিপ্লবে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। কিয়ৎ কাল

পরে নেপোলিয়ন ইটালী দেশস্থ সৈনা সমূহের অধ্যক্ষতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া "লোডি" নামক যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এবং ইটালীর অন্তর্গত ভূরি ভূরি স্থানে স্বীয় যুদ্ধ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া তিনি এক প্রকার কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন। বিশেষতঃ অষ্ট্রীয় জাতিরা তাঁহার সমভিব্যাহারে সংগ্রাম বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পরাভূত হয় কিন্তু পরিশেষে পরস্পর সন্ধি হইয়াছিল। তৎপরে নেপোলিয়ন কিঞ্চিৎ কাল বিয়ানা"নামক নগরের অনতিরিক্ত দূরে প্রায় নিশ্চিন্ত রূপেই অবস্থিতি করেন।

১৭৯৮ অব্দে চতুঃ সহস্র সৈনা সমভিব্যাহার করিয়া অর্ণবপোতে আরোহণ পূর্ব্বক তিনি মিশর-দেশ আক্রমণ মানসে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মাল্টা নামক দ্বীপ হস্তগত করেন। তদনন্তর নেপোলিয়ন একার নামক স্থানে উপনীত হইয়া সীড্নী স্মীথ্ সাহেবের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈনা দ্বারা তাঁহার এক প্রকার গতিরোধ হয়। পরিশেষে নেপোলিয়ন স্বদেশে প্রত্যাগমন মনস্থ করিয়া স্বীয় বিশ্বাস ভাজন কএক জন লোক সঙ্গে লইয়া অপ্রকাশ্য রূপে আসিতে

উদ্যত হন। ১৭৯৯ অব্দে ফ্রজশ্ নামক স্থানে তিনি সমুদ্র যান হইতে অবতীর্ণ হইয়া পারিশ নগরেরদিকে দ্রুতগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। পারিশনগরে রাজ্য শাসন জন্য যে ডিরেক্টরী সভা সংস্থাপিত ছিল তাহা কোন কারণ বশতঃ রহিত করিয়া তাহার সকল কার্য্যই স্বয়ং করিতে লাগিলেন।

১৮০০ অব্দে তিনি মারেঙ্গোনামক স্থানের বিখ্যাত সংগ্রাম জয় করত এক কালে সমস্ত ইটালীর অধিপতি হন। এই সমস্ত ব্যাপারের পর অষ্ট্রীয় ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়। ১৮০৪ অব্দে নেপোলিয়ন বোনা পার্টি সম্রাটের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তিনি জোজেফীন্নাম্নী স্বীয়পত্নী সমভিব্যাহারে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ফ্রান্সদেশের অধিপতি হইয়া ছিলেন। উক্ত কার্য্য রোমীয় সম্প্রদায়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ অষ্টম পারস নামক পোপ দ্বারা নিষ্পাদিত হয়। পরন্তু ঐ ধর্ম্ম যাজক রাজমুকুট নেপোলিয়নের মস্তকে প্রদান করিবার পূর্ব্বে শাস্ত্র বিহিত কার্য্যাদি করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি বিলম্ব দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এক প্রকার বল পূর্ব্বক রাজমুকুট গ্রহণ করত প্রথম স্বীয়

মস্তকে ধারণ করিয়া পরক্ষণেই নিজপত্নীর মস্তকে প্রদান করিলেন।

কিয়দ্দিবসানন্তর নেপোলিয়ন ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার জন্য অটল চিন্তাপথে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি কতকগুলি অর্ণবপোত ও ন্যূনাধিক দুইলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং এই সকল সেনা বলন নামক স্থানে ছাউনি করিয়া রহিল। পরে ট্রাফালগার নামক স্থানের যুদ্ধে ইংরেজ কর্ত্তৃক তাঁহার সেই সকল জাহাজ প্রায় উৎসন্ন হয় সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্পের হ্রাস হইল। অনন্তর নেপোলিয়ন সসৈন্যে ডানিউব নদীর তীর বর্ত্তী হওন মানসে যাত্রা করিলেন। ১৮০৫ অব্দে ফরাসী সৈন্যেরা বিয়ানা নগরে প্রবিষ্ট হইল। এই সময় চিরস্মরনীয় অষ্টার লিটজ নামক স্থানের যুদ্ধারম্ভ হয় পরিশেষে সন্ধি হইয়া ছিল। নেপোলিয়ন যে২ রাজ্য হস্তগত করেন তত্তদ্রাজ্যের রাজাদিগের এক বারেই নিষ্কাস্ত না করিয়া কাহার কাহার রাজ্য পরিবর্ত্ত কাহাকেও বা কোন পদাভিষিক্ত করেন। বিশেষতঃ নেপলসদেশের রাজ্য তিনি স্বীয় সোদর জোজেফ্‌কে প্রদান করিলেন এবং হলণ্ডের রাজমুকুট লুইকেও ওয়েষ্টফেলিয়ার রাজ্য জিরো-

মকে দেন। নেপোলিয়ন পুনর্ব্বার প্রুশিয়াদেশে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু জেনানামক যুদ্ধে তাঁহার আশাতরুর মূলোৎপাটিত হয়।

১৮০৭ অব্দে প্রুশিয়াস্থ ব্যক্তিদিগের ফ্রান্সের সম্রাটের সহিত সন্ধি করিতে হইয়াছিল। পরে নেপোলিয়ন স্পেইন রাজ্য আক্রমণ করেন, স্পেইনের যুদ্ধ নিতান্ত সামান্য নহে, অতিশয় ঘোরতর সংগ্রাম হয় কিন্তু পরিণামে নেপোলিয়ন অনায়াসেই জয়লাভ করিয়াছিলেন। ১৮০৯ অব্দে অষ্ট্রীয় দেশের অধিপতি ও তত্রস্থ মানব সমূহ নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধেচ্ছু হয়, তদনুসারে তিনি স্বীয় সেনার অগ্রগামী হইয়া তুমুল রণ করত এক প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে নেপোলিয়ন বিবেচনা করিলেন যে তাঁহার জোজেফীন সহধর্ম্মিণীর গর্ব্ভে সন্তান হইবেক না অজন্য তিনি স্বীয় ইচ্ছাবশতঃ অষ্ট্রীয় দেশস্থ ফ্রান্সীশ নামা ভূপতির মেরিয়া লুইসিয়া নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ কামিনীকে পরিণয় করিলে তাঁহার গর্ব্ভে এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র "নেপোলিয় ফ্রান্সশ্ চারল্স জোজেফ্" নামে

বিখ্যাত, এবং তিনি রোমরাজ্যের রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

নেপোলিয়ন বোনা পার্টি রুসিয়া রাজ্য আক্রমণ করিতে অতিশয় উৎসুক হইলেন এবং ন্যূনাধিক ছয়লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক সাহসিকতা সহকারে উক্তদেশ আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। ক্রমশঃ বোরোডিনো নামক স্থানে তিনি সসৈন্যে উপস্থিত হন। রুসিয়াস্থ ব্যক্তি সমূহ এইবার্ত্তা শ্রুত হইয়া ভূরি ভূরি সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া নেপোলিয়নের সন্নিকটে আসিল এবং দেখিতেং উভয় পক্ষীয় যুদ্ধানল প্রজ্বলিতহইয়াউঠিল, কএক দিবস ঘোরতর যুদ্ধ হয় তাহাতে উভয় পক্ষেরই অনেক অনেক লোক রণক্ষেত্রে মহানিদ্রায় অভিভূত হইল। নেপোলিয়ন ঈদৃশ তুমুল সংগ্রাম করেন যে তদ্দ্বারা বিপক্ষদলের ক্রমশঃ পশ্চাতে হাঁটিতে হইয়াছিল, কিন্তু পরস্পর কোন পক্ষই সমরে জয়লাভ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। ফলতঃ ঈদৃশ যুদ্ধ আর কখনই কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

তৎপরে তিনি মসকাই নগরে উপনীত হন কারণ তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল যে উক্ত নগরে

হিমঋতু ক্ষেপণ করিবেন কিন্তু তথায় অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে ঐ নগরের যাবতীয় গৃহ, অগ্নিতে এরূপদগ্ধহইতেছে, যে তাহার শিখাভয়ানক রূপে গগন মণ্ডলে উঠিতেছে। এবং একজনও মনুষ্য তথায় দৃষ্টিগোচর হইল না সুতরাং ভক্ষ্যদ্রব্য অভাবে অত্যান্ত কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি এই সকল বিপৎ দৃষ্টি করিয়া পারিশনগরে প্রস্থান করিলেন। তত্রস্থ সেনেটনামক রাজকীয় সভাহইতে আরওপঞ্চত্রিংশৎ সহস্র সৈন্য যাচ্ঞা করিয়া লইয়া প্রুসিয়াদেশে যাত্রা করেন। কিন্তু অষ্ট্রীয়া রুসিয়া এবং প্রুসিয়া এই তিন রাজ্যের লোক, একত্র হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। মধ্যে জর্ম্মেনির অন্তর্গত লীপ্‌জীক্ নগরে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য বিনষ্ট হইল পরে নেপোলিয়ন পারিশ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। পারিশ নগরে তিনি উপস্থিত হইয়া তিনলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করত নানা স্থানে সংগ্রাম করিয়া কোন কোন স্থানে জয় পতাকা প্রাপ্ত হইলেন, কোন কোন স্থানে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

তদনন্তর অষ্ট্রীয়া রুসিয়া এবং প্রুসিয়া এই

তিন রাজ্যের সমস্ত সৈন্যাদি ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক একত্রিত হইয়া ফ্রান্সদেশের চতুর্দ্দিক হইতে এককালে আক্রমণের উপক্রমকরে তদ্দ্বারা অদ্ভুত যুদ্ধারম্ভ হয় পরিশেষে ফ্রান্সদেশের সম্রাট নেপোলিয়নকে রাজ্যপরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি অবিলম্বে এলবা নামক উপদ্বীপের আধিপত্য গ্রহণকরিলেন। বিপক্ষদলসমূহ অষ্টাদশলুইনামা ব্যক্তিকে ফ্রান্সের অধীশ্বর করিয়া সকলেই স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিল। নেপোলিয়ন উক্ত উপদ্বীপে সামান্য অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন।

১৮১৫ অব্দে একদা রাত্রি যোগে দ্বাদশশত সঙ্খ্যক সৈন্যসঙ্গেলইয়া একখানি অর্ণবপোতে আরোহণ পূর্ব্বক অপ্রকাশ্যরূপে যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হন। ক্রমেং ফ্রজশ্ নামক স্থানের নিকটে অর্ণবযান হইতে অবরোহণ করিলেন। তথায় অবতীর্ণ হইবামাত্র কতকগুলি তাঁহার পূর্ব্বের সৈন্য, যাহারা তৎকালে অষ্টাদশ লুইর অনুগত হইয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার নেপোলিয়নের আজ্ঞাধীন হইল। নেপোলিয়ন পারিশ নগরে আসিতেছেন, এবং অত্রস্থ সেনারাও তাঁহার বশীভূত

হইতেছে, এই সমস্ত বার্ত্তা কর্ণগোচর হইবামাত্র অষ্টাদশ লুই ত্রস্ত হইয়া ফ্লান্ডারস্ নামক স্থানে পলায়ন পরতন্ত্র হইলেন। নেপোলিয়ন পারিশে উপস্থিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পূর্ব্বের ন্যায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তত্রস্থ সেনা সমূহ তাঁহাকে দৃষ্টিকরিয়া আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইল কিন্তু প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট হইল না। কিয়দ্দিবসানন্তর রুসিয়া প্রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়া দেশস্থ সৈন্য সমস্ত একত্রিত হইতে লাগিল। এবং নেপোলিয়নকে পারিশ হইতে দূরীভূত করণাভিলাষে নানা প্রকার যুক্তি করিতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন দুইলক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য ও তিনশত পঞ্চাশটা কামান সমভিব্যাহারে লইয়া ফ্লানডারস্ প্রদেশের দিকে যাত্রা করিলেন। উক্ত সৈন্য সমূহ মধ্যে দুইলক্ষ পদাতিক এবং পঞ্চবিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে তিনি ক্রমশঃ ওয়াটলূ গিয়া পৌঁছিলেন। তথায় প্রুসিয়ান এবং ইংরেজদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম হয়। ইংরেজদিগের পঞ্চাস হাজার সৈন্য এককালে রণে প্রবৃত্তহয় ন্যূনাধিক তিন দিবস অদ্ভুত সংগ্রাম হইয়া ছিল কিন্তু পরিশেষে

নেপোলিয়নকে যুদ্ধে পরাভূত হইয়া পারিশনগরে এক প্রকার পলায়িত হইয়া আসিতে হইল। উক্ত নগরে উপস্থিত হইয়া কোন কারণ বশতঃ তিনি আমেরিকা যাইবারমাসসে সমুদ্র উপকুলে উপস্থিত হইয়া একখানি ব্রিটিশ জাহাজ নিরীক্ষণ করত তাঁহার অন্তঃকরণে ঈদৃশ চিন্তার আবির্ভাব হইল যে ব্রিটিশ সৈন্যের হাত ছাড়াইয়া আমেরিকায় কোন ক্রমেই যাইতে সক্ষম হইব না, হয়ত এই সমুদ্র পোতস্থ ব্রিটিশ মানব দ্বারা ধৃত হইয়া কোন্ স্থানেই যাইতে হইবেক। নেপোলিয়ন এই সমস্ত চিন্তাসাগরে মগ্ন হওত অতিশয় ত্রস্ত হইয়া কাপ্তেন মেট্লাণ্ড সাহেবের শরণাপন্ন হইলেন। এবং কহিলেন, যে আমি আমেরিকা গমন করিতে পারিব কি না। তাহাতে মেট্লাণ্ডসাহেব উত্তর করিলেন, যে আপনি কোন মতেই আমেরিকা যাইতে পারিবেন না বরং এই জাহাজে ইংলণ্ড যাইতে পারিবেন কিন্তু ইংলণ্ডে উপনীত হইলে আপনি সম্যক সমাদরণীয় হইবেন কি কারারুদ্ধ হইবেন তাহার নিশ্চয় আমি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে কহিতে পারিনা। এই সকল কথা শুনিয়া নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের রাজাকে এক পত্রলেখেন যে

আমি আপনকার আশ্রিত হইয়া তত্রস্থ সামান্য জন সমূহের ন্যায় তথায় কালক্ষেপ করিব। এই পত্রলিখিয়া তিনি উক্ত কাপ্তেন সাহেবের সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় যাইবামাত্র ভূপতি কহিলেন, যে নেপোলিয়নকে “হেলেনা” উপদ্বীপে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে উক্ত অব্দের অকটোবরমাসে ক.কগুলি মিত্র সমভিব্যাহারে তিনি নির্দ্দিষ্টস্থানে উপনীত হইলেন। এই সময় নেপোলিয়ন যেরূপ কষ্টসহ্য করিতে লাগিলেন, তাহার বর্ণন করিতে হইলেও অনিবার্য্য ক্লেশান্বিত হইতে হয়। কিঞ্চিদ্দিবস পরে নেপোলিয়ন বোনপার্টির উদরমধ্যে পাকস্থলীতে একটা ভয়ানক বিস্ফোটক হইয়া ১৮২১ অব্দে মে মাসের পঞ্চমদিবসে সায়ংকালে উক্ত উপদ্বীপে তিনি লোকান্তর গমন করেন। উক্ত পীড়া তাঁহার পৈতৃক ব্যাধি বলিলেও বলিতে পারাযায়, কারণ তাঁহার পিতাও ঐ পীড়ায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়নের জীবন চরিত আনুপূর্ব্বিক-লিখিতে হইলে বড় সহজ হইবেক না। বিশেষতঃ তাঁহার যে সমস্ত যুদ্ধনৈপুণ্য দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হইয়াছে তৎসমস্ত অধ্যয়ন করিলে অথবা ঐ

সকল সমর বিষয়ক বার্ত্তা শ্রুতিগোচর হইলে ভূমণ্ডলীয় সাধারণ জন সমূহের ঈদৃশ বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হইবেক যে তাহা বর্ণ দ্বারা ব্যক্ত করা সুকঠিন। তন্নিমিত্ত আমরা উক্ত বিষয়ে অগ্রসর হইলাম না।

কলম্বসের জীবন বৃত্তান্ত।

জগদ্বিখ্যাত কলম্বস্ জিনোয়ানগরে ইং ১৪৩৬ অব্দে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, পশুরোম ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার তিন সন্তান: তন্মধ্যে কলম্বস্ জ্যেষ্ঠ। যদিও তাঁহার পিতা দরিদ্র, সন্তানদিগের বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে ব্যয় করিতে অসমর্থ ছিলেন, তথাপি কলম্বসের এরূপ বুদ্ধির প্রাখর্য্য ছিল যে অতি শৈশবাবস্থাতেই বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে দৃঢ় পরিশ্রম করিয়া অঙ্কবিদ্যা ও লাটিন ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। তৎসময়ে তিনি ভূগোল-বিদ্যা শিক্ষা করিতেও অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন।

কিঞ্চিৎ বয়ঃক্রম অধিক হইলে কলম্বস্ পাডুয়া নগরস্থ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া পাঠারম্ভ করিলেন যে "কিছুকাল এই বিদ্যালয়ে ভূগোল বিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা এবং পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যা সুশিক্ষা করিয়া নিঃসৃত হইব।" ফলতঃ বহুদিবস পরে তাঁহার উক্ত প্রতিজ্ঞার এই ফল দর্শিয়াছিল যে জ্যোতির্ব্বেত্তা মহাশয়েরা সর্ব্বদাই কহিতেন, ঐ সকল বিদ্যাতে তাঁহার তুল্য ব্যুৎপত্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি অতিবিরল।

উক্ত বিদ্যালয় হইতে বহির্ভূত হইয়া কলম্বস্ প্রথমতঃ জিনোয়া-নগরে এক জাহাজে খালাসীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন; কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও কর্ম্ম দক্ষতায় বহুকাল তাঁহাকে ঐ পদে থাকিতে হয় নাই; অল্পদিবসের মধ্যেই তিনি ঐ অর্ণবযানের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। ১৪৭০ অব্দে তিনি পর্টুগাল দেশের অন্তঃপাতি লিস্বন-নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং ক্রমশঃ তত্রত্য হেনরীনামা ভূপতির অনুকম্পা হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎকাল পরে ইটালী-দেশ সংলগ্ন সমুদ্র ভ্রমণ কারী কোন ব্যক্তির পালেষ্ট্রেলো নাম্নী এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে পরিণয় করেন। তাঁহার শ্বশুর ভূয়ো ভূয় সমুদ্র-পর্য্যটন দ্বারা নানা বিধ বৃত্তান্ত ও সমুদ্রের মানচিত্র প্রভৃতি যাহা সঙ্গ্রহ করিয়া আনিয়া ছিলেন সে সমস্তই তিনি স্বীয় পত্নীদ্বারা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

অপর পর্টুগিজ্ জাতীয়েরা আফ্রিকা মহাদ্বীপস্থ গিনীনামক প্রদেশে যে কি কারণ বশতঃ বারম্বার গমনাগমন করিত সে সকল বিষয়ও তিনি বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই সকল নাবিকের প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া সমুদ্র-পর্য্য

টন বিষয়ক আলোচনায় পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে যে সকল নাবিক ভারত বর্ষ হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া ইউরোপে গমন করিত তাহারা বিলক্ষণ জ্ঞাতছিল যে আট্লান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে আর কোন দ্বীপ বা উপদ্বীপ ছিলনা। কোন কোন ব্যক্তি স্থির করিয়াছিল যে আট্লান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে জাপান্ রাজ্য; অপরের এরূপ ভ্রম হইত যে আশিয়াখণ্ড ও ভারতবর্ষ উক্ত সমুদ্রের পশ্চিমে আছে। কিন্তু বিজ্ঞবর কলম্বস পৃথ্বীর অবয়বের বিশেষ বিবেচনা এবং অনুমান সাহায্যে তর্ক বিতর্ক করিয়া এইরূপ স্থির করিলেন যে আট্লন্টিক মহাসমুদ্রের পশ্চিম দিকে যদ্যপি অর্ণবযান লইয়া গমন করাযায় তাহা হইলে অবশ্যই কোন না কোন দ্বীপ বা উপদ্বীপ দৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই; অথবা উত্তমাশা-অন্তরীপ দিয়া ভারতবর্ষে যাওয়া অপেক্ষা অতি শীঘ্র ঐ প্রদেশে গমনকরা যাইবেক। তথায় এই সমস্ত চিন্তাতে তিনি সর্ব্বদাই মগ্ন থাকিতেন; এবং নানা দ্বীপের ও সমুদ্রের মান চিত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় দ্বারা স্বীয় পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

অনন্তর মহাত্মা কলম্বস বিবেচনা পূর্ব্বক সম্পূর্ণ রূপে স্থির করিয়া আট্‌লান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে অপ্রকাশ্য কোন ভূমির আবিষ্কার করণাভিলাষে অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন; এবং বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এশুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইলে অন্ততঃ চারি পাঁচ খানা জাহাজ ও অন্য অন্য দ্রব্যাদির আবশ্যক অতএব কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত উক্ত কর্ম্মের কোন রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারেনা। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমে পর্টুগালের রাজার নিকট গমন করিলেন; কিন্তু ঐ ভূপতি উক্ত আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও মনোযোগী হইলেন না।

ঐ সময়ে কলম্বসের সহধর্ম্মিণী অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তিনি শোকার্ণবে মগ্ন হইয়া ১৪৮৪ অব্দে ডিগোনামা স্বীয় পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাস্টাইল প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য ফর্ডিনাণ্ড নামক ভূপতি অতিশয় ধনাঢ্য ও বিজ্ঞতম ছিলেন; এবং ইসাবেলা নাম্নী তাঁহার রাজ্ঞীও তদনুরূপা। যে কোন বিবেচ্য কর্ম্ম উপস্থিত হইলে উভয়ে যুক্তি পূর্ব্বক কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য স্থির করিতেন। তাঁহারা উক্ত আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে

বিলক্ষণ উৎসুক ছিলেন, কিন্তু কলম্বস্ সহসা স্বমনস্থ কোন প্রস্তাব না করিয়া তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করত ১৪৮৫ অব্দে পালশ-নগরে প্রস্থান করেন। তথায় তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হয়। তদবস্থায় একদিবস উক্ত নগরের অনতিদূরে ফ্রানসিস্ক ধর্ম্ম মতাবলম্বীদিগের এক মঠে তিনি সপুত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উক্ত মতাবলম্বীদিগের নিকট কাতরস্বরে কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য দ্রব্য যাচ্ঞা করিলেন। ঐ মঠাধ্যক্ষ জোয়ান্ পেরেজ নামা এক ব্যক্তি কলম্বসের অবয়ব দৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত সদালাপে সন্তুষ্ট হইলেন।

পরে ক্রমশঃ তাঁহার অভিলষিত বিষয়ের বিচার পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া কহিলেন যে " ইসাবেলা নাম্নী রাজ্ঞীর দীক্ষক ফরনাণ্ড-টালা বারা নামে মহাত্মা আমার আত্মীয় বন্ধু, অতএব আপনার অভিলষিত অদ্ভুত ক্রিয়া নিষ্পাদনের নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ পূর্ব্বক তাঁহার নামে এক লিপি প্রদান করিতেছি, তাহাতেই তোমার বিশেষ উপকার হইবে, সন্দেহ নাই। " কলম্বস্ স্বীয় পুত্রকে সেই মঠে রাখিয়া ১৪৮৬ অব্দে উক্ত পত্র হস্তে করিয়া কাষ্টাইলদেশে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পা-রিলেন না। অতএব তাঁহার পুত্রকে লইবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার জোয়ান পেরেজের নিকট আগমন ক-রেন। তাহাতে জোয়ান পেরেজ কলম্বসকে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হওত তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ইসাবেলা রাজ্ঞীর নিকটস্থ হওত অপ্রকাশ্য দেশের প্রকাশ করণ বিষয়ে বিলক্ষণ বক্তৃতা করি-লেন, এবং কহিলেন যে "এ অদ্ভুতব্যাপার স-ম্পন্ন হইলে স্পেনদেশের যে কি পর্য্যন্ত সুখ্যাতি হইবে তাহা বক্তৃতা দ্বারা বর্ণন করা যায়না।" এই সকল বাগাড়ম্বর দ্বারা রাজ্ঞীর সম্পূর্ণ অভিমত হইল, এবং আবিষ্ক্রিয়া করণের নিমিত্ত যে সমস্ত ব্যয় হইবেক তাহাও অবশ্যই দিবেন স্বীকার করিলেন।

এই প্রকারে ইসাবেলা রাজ্ঞী অপ্রকাশ্য দেশের উদ্ভাবন বিষয়ে অতিশয় উৎসুকা হইয়া এই নিরু-পণ করিলেন যে " অদ্যাবধি কাষ্টাইল দেশের সমুদ্র সেনাপতির পদে কলম্বস নিযুক্ত হইলেন, এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যেসকল আবিষ্ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইবেক, ঐ সকল আবিষ্কৃত দেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব পদে কলম্বসই নিযুক্ত হইবেন, এবং ঐ সমস্ত স্থানে যদি কোন রত্নাদি ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়

তাহার দশাংশও তিনি প্রাপ্ত হইবেন।”

ইং ১৪৯২ অব্দের ১৭ এপ্রেল রাজা এবং রাণী অনুমতি প্রদান করিলেন “যে তিন খানা অর্ণবপোত এবং তদুপযুক্ত দ্রব্যাদি ও কতকগুলি এমত মনুষ্য যাহারা সর্ব্বদা সমুদ্রে গমনাগমন করে তাহারা কলম্বসের সমভিব্যাহারে যাউক।” কিন্তু কোন ব্যক্তিই আটলান্টিক সমুদ্রের পশ্চিমদিকে গমন করিতে সাহস করিয়া সম্মত হইলনা; অধিক কি যাহারা জলধি যাত্রায় গমনাগমন করিয়া সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছে, তাহারাও কহিল যে এ অসম্ভব কার্য্যে কোন ব্যক্তিই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবেনা। এই প্রকার কিছুদিন আন্দোলন হইল এক জন সাহসিক নাবিক গমনে স্বীকার করিল এবং তাহার বশীভূত কএক জন অপর নাবিকও তদনুরোধে তাহার সাহচর্য্য স্বীকার করিল।

ঐ সমস্ত ব্যক্তি এবং কলম্বস অর্ণবযানে সমারোহণ করিয়া ১৪৯২ অব্দের ৩ রা আগষ্ট প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যদিও মধ্যে২ সকল ব্যক্তিই সেই অকুলভীষণ সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া ভয়দ্রুত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল; এবং সর্ব্বদা

কহিত যে "এঅসাধ্য ব্যাপারে পরাঙ্মুখ হওয়াই কর্ত্তব্য;" তথাপি অসাধারণ ক্ষমতা পন্ন কলম্বস সেই ভীরু ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা সাহস প্রদান করিতেন, কিঞ্চিৎ দিবস পরেই ঐ দিকে যাইতে যাইতে লতা পাতাদি পদার্থ এবং উড্ডীয়মান পক্ষী সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল; তখন তিনি বিবেচনা করিলেন যে এ সকল চিহ্ন ভূমির নৈকট্য বিষয়ে বিলক্ষণ প্রমাণ। কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারে যে সকল নাবিক ও অন্যান্য মানবগণ ছিল, তাহারা সম্পূর্ণ রূপে গমনে পরাঙ্মুখ হইতে মানস করিল। কলম্বস তাহাদিগকে নানা রূপে বুঝাইতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, যে "যে সকল চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে ইহাতে শীঘ্র কোন না কোন ভূমি প্রাপ্ত হইব সন্দেহ নাই।" অপর কোন কোন ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন দ্বারাও বশীভূত করিতে বাঞ্ছা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সঙ্গিরা তাঁহার অগোচরে যুক্তি স্থির করিল, যে "কোন প্রকারে হউক কলম্বসের জীবন ধ্বংস করিয়া স্বদেশে গমন করত রাজার নিকটে কহিব যে অতিশয় ব্যামোহ হওয়ায় তিনি হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।"

তাহারা তাঁহার বিশেষ মন্দ করিতে ইচ্ছা ক-

রিয়াছিল কলম্বস অনুমান দ্বারা কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন," তোমরা আমার সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছ অতএব আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া উচিত নহে। অপর, তোমাদিগের যেরূপ সাহস ও ক্ষমতা ইহাতে আমার বোধ হয় জগদীশ্বরের অনুকম্পায় শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইব; অতএব তোমরা আর কিছুদিন অপেক্ষা করিলেই পরিশ্রম সফল হইবে" অপর এই সকল সন্তোষ জনক বাক্য দ্বারা যথাসাধ্য স্তব করিলেন, এবং নানা রূপ লোভদেখাইতে লাগিলেন।

১১ই অক্টোবর একখান অর্ণবপোতের কোন নাবিক একখান মোটা কাষ্ঠ ও এক গাছা যষ্টি এবং কতকগুলি গাছড়া দেখিতে পাইল। তাহাতে কলম্বস বিবেচনা করিলেন যে এই গাছড়া অবশ্যই অল্পদিন মধ্যে মনুষ্য কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং এই যষ্টি মানবের দণ্ডসন্দেহ নাই; অতএব ভূমি অতি নিকটে আছে বোধহয়; অদ্যরাত্রিতেই তাহা দৃষ্ট হইবে।

অনন্তর রাত্রি দশ ঘটিকার সময় তাঁহার বোধ হইল যেন অনেক দুরে একটা আলোক জ্বলিতেছে; যদিও তাহা একবার মাত্র দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বি-

শ্বাস যোগ্য নহে তথাপি সকল জাহাজের লোকেরা কহিলেক, "ভূমি অনতি দূরে আছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। রাত্রি দুই প্রহর দুই ঘটিকার সময় সম্মুখে একটা উপদ্বীপ দৃষ্ট হইল। কলম্বস তথায় নোঙ্গর করিয়া প্রাতঃকালে তোপধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং তিনি ও অন্যান্য ব্যক্তিরা সকলে তীরে অবরোহণ করিয়া দেখিলেন, ঐ স্থান নানা বৃক্ষে সুশোভিত। তথাকার জল উত্তম, ও ফল সকল অতিশয় সুস্বাদু। অপর তথাকার বসতিও অল্প নহে। অনেক লোক একত্র হইয়া সমুদ্র তীরে আগমন করত অর্ণবপোত দর্শনে আশ্চর্য্য মানিল। অপর কলম্বস অন্য নাবিকগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "এই বৃহৎ উপদ্বীপ আমাদিগের ভূস্বামীকে প্রদান করিলাম।" এবং সকলে একত্র হইয়া পরমেশ্বরের মহিমা ও অনুকম্পা অনুবাদ করিতে করিতে আনন্দাশ্রুতে সিক্ত হইলেন। কলম্বস ঐ উপদ্বীপের নাম "সান্সালবেডর" রাখিলেন; কিন্তু তদ্দেশস্থ লোকেরা তাহাকে "বুয়ানাহানী" নামে বিখ্যাত করিত। এইক্ষণে তৎস্থানের নাম "ফাট্স আইলণ্ড"। কলম্বসকে দর্শনাভিলাষে যে সমস্ত লোক

আসিয়া ছিল তাহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার দেওয়াতে তাহারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইল, এবং অনুমান করিল যে ইহাঁরা স্বর্গহইতে নামিয়া আসিয়াছেন; এবং অর্ণবপোত দেখিয়া তাহারা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিল যে এসকল জন্তুর নাম কি, ইহারা বা কোন্ স্থানে বাস করে, বোধহয়, জল জন্তুই হইবে;" আর কামান প্রভৃতি দেখিয়া মনে করিল যে "এবুঝি বিদ্যুতের বীজ, এবং উহার ধ্বনি বুঝি শূন্যমার্গে বজ্রের ন্যায় শ্রবণগোচর হয়।"

দ্বিতীয় দিন প্রত্যুষে কলম্বস ঐ দ্বীপের উত্তর পশ্চিমদিকে জাহাজ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ যে সকল দ্বীপ আবিষ্কৃত করিতে লাগিলেন; তাহার প্রত্যেকের এক২ আখ্যাও প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ দ্বীপের নাম কিউবা। তিনি আশা করিয়া ছিলেন যে ভূরি ভূরি স্বর্ণ রূপ্য প্রভৃতি পদার্থ এই সকল দ্বীপে প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু তাঁহার উক্ত আশা আশা মাত্র রহিল, কোন রূপে সফল হইলনা।

১৫ ডিসেম্বর তিনি আর এক দ্বীপ প্রাপ্ত হন। তাহার নাম ইদানীন্তন লোকেরা "সেন্টডমিঙ্গো" বলিয়া থাকে। তথায় তিনি এক দুর্গ প্রস্তুত করেন,

এবং ঐ দ্বীপের লোকদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারী প্রায়ঃ সকলেই ঐ ব্যবহারে ক্রমশঃ তাঁহার অবাধ্য হইয়া উঠিল। একদা ঐ সকল লোক একত্র হইয়া এরূপ-নৃশংসবৎ ব্যবহার করিল যে সেই আবিষ্কৃত দ্বীপের যাবতীয় লোক সকলের বিনাদোষে সহসা বল পূর্ব্বক সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া স্বদেশে আগমন করিল। কলম্বস তথায় কিঞ্চিদ্দিবস বাস করিয়া সেই সমস্ত লোকদিগের যথাসাধ্য অর্থদ্বারা এবং নানা প্রকার মিষ্টালাপ দ্বারা সান্ত্বনা করত স্বীয় দেশ প্রত্যাগমন করেন। পথিমধ্যে তিনি এমন ঘট্‌কাতে পতিত হইয়াছিলেন যে ভয়ানক প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা তাঁহার জাহাজ জলে নিমগ্ন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল; কিন্তু জগদীশ্বরের ইচ্ছায় সেই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি ১৪৯৩ অব্দে ৪ মার্চ্চ লিস্‌বন্‌ নগরে উপস্থিত হন। ১৫ মার্চ্চ পালশপর নগরে পুনরাগমন করেন। তথাকার মানবেরা ঐ ভ্রমণ পরায়ণ মহান ব্যক্তির প্রত্যাগমন দর্শনে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া নানা প্রকার মহোৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অপর সকলে কহিতে লাগিল, যে “ যে ইনি অপূর্ব্ব সাহসিকতা

প্রকাশ পূর্ব্বক মহাদ্ভুত কার্য্যের সম্পাদন করিয়াছেন, ইহাঁর যোগ্য পূজাবর ব্যক্তি প্রায়দুর্লভ।" রাজা এবং রাজ্ঞী সভাহইতে গাত্রোত্থান করত স্বীয় সিংহাসনের নিকট কলম্বসকে উপবেশন করাইয়া আবিষ্ক্রিয়া সম্পাদন বিষয়িকা বার্ত্তা শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কলম্বস, যে সকল ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং যাদৃশ রূপে অব্যক্ত দ্বীপ সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে সকল বিস্তার পূর্ব্বক বলিলেন। এবং স্বীয় সমভিব্যাহারে নূতন প্রকাশিত দ্বীপ হইতে যে পাঁচ জন মনুষ্য আনিয়াছিলেন, তাহাদিগের যেরূপ চরিত্র ও স্বভাব তাহার বর্ণন করিলেন। তাহাদিগকে উলঙ্গ ও অতিশয় অসভ্য দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞী বিস্ময় ভাবে জিজ্ঞাসিলেন; "ইহাদিগের দেশীয়েরা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ও ইহাদের কিরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা।" "তাহারা যদ্যপি পৌত্তলিক ধর্ম্মে নিবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে যাহাতে তাহারা খ্রীস্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করে এরূপ চেষ্টাকরা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

একদা রাজসভায় সভাগণে নানা কথার আলোচনা করিতেছে, এমত সময়ে রাজ্ঞী নূতন পৃথ্বীতে পুনর্গমনের প্রস্তাব করাতে, কলম্বস উৎসাহ

পূর্ব্বক গমনে উদ্যত হইলেন, এবং পরে সমস্ত উ-দ্যোগ করত ২৫ সেপ্টেম্বর প্রাতে অর্ণবপোতে আরোহণ করেন। তৎকালে অসঙ্খ্য লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, এবং যাবতীয় লোক কলম্বসের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এবার তাঁহার সহিত গমন করিতে অনেক ব্যক্তিই সাহস করিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। যাহারা সঙ্গী হইয়াছিল, তাহারা সরলান্তঃকরণে নির্ব্বিঘ্ন চিত্তে প্রফুল্লনয়নে নানা বিষয় নিরীক্ষণ করিতে করিতে গমন করিল। এই যাত্রায়ও কলম্বস আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে অকৃত কার্য্য হয়েন নাই; কিন্তু তাঁহার উপর অনর্থক কিঞ্চিৎ অভিযোগ উপস্থিত হওয়ায় শীঘ্র তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। তাহাতে রাজা অত্যন্ত সংবর্দ্ধনা পূর্ব্বক নির্দ্দোষী জানিয়া তাঁহাকে বহুল-স্তুতি বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া পুনর্ব্বার গমনের আদেশ করিলেন। ১৪৯৮ অব্দে মেমাসে তিনি পুনরায় জাহাজ সঞ্চালন করত দক্ষিণ আমেরি-কায় পিরুদেশের নিকট জাহাজ নোঙ্গর করিয়া তথায় কিয়ৎকাল যাপন করেন। ঐ স্থানের লোকেরা স্বস্ব প্রকৃতির পরবশ হইয়া পরস্পরের অনেক অনিষ্ট করিতে ছিল। অতএব স্পেনদেশস্থ

রাজ মন্ত্রির। ঐ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানার্থে তথায় এক জন আমীন প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় গিয়া কলম্বসের প্রতি অকারণে দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া স্পেনদেশে প্রেরণ করেন। পরন্তু রাজা ও রাজ্ঞী কলম্বসের ক্লেশজনক বার্ত্তা শ্রবণে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিকটে আনাইয়া পূর্ব্বের মত মান ও সমাদর করিয়া তাঁহার শত্রুপক্ষীয় যেং ব্যক্তি ছিল তাহাদের দণ্ডবিধান করিলেন। তথাপি তদবধি স্পেনীয়দিগের আমেরিকা খণ্ডস্থ অধিকারের অধ্যক্ষপদে কলম্বস আর নিযুক্ত হয়েন নাই।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে স্পেনদেশের মহারাণী অনুমতি করেন যে ভারতবর্ষে গমন নিমিত্ত একটি অবক্র পন্থা অন্বেষণ করা আবশ্যক। উক্ত আজ্ঞা পালনার্থে কলম্বস গমন করিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে নানা ব্যাঘাত হওয়ায় কতক দিন ভ্রমণ করিয়া আবিক্রিয়া বিষয়ক কোনকর্ম্মই সম্পাদন না করত ফিরিয়াআসিয়া তিনি শ্রবণ করিলেন যে তাঁহার প্রতিপালনকর্ত্রী ইসাবেলা রাজ্ঞী কালগ্রাসে পতিতা হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি মূর্চ্ছান্বিত হইলেন, এবং তাঁহার

অবস্থার উন্নতি বিষয়ে যে সকল আশারূপ বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন তাহার ফলভোগ দূরে থাকুক্ মূলের সহিত একবারেই উৎপাটিত হইল; যে হেতু রাজা ফর্ডিনাণ্ড অতি কুক্রিয়ান্বিত ও পরহিংসা পরদ্বেষ পরধন হরণ প্রভৃতি কুকর্ম্মে সততই রত এবং কৃতঘ্ন। আশ্রিত এবং উপকারী ব্যক্তিদিগের কোন বিষয়ে আনুকূল্য করিতে কখনই মানস করিতেন না। অতএব তাঁহাদ্বারা উপকার হইবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। কলম্বসের মনে এই সমস্ত দুর্ভাবনা দেদীপ্যমান হইতে লাগিল, এবং তাঁহার দৌর্ভাগ্য বশতঃ উক্ত ভাবনার ফলও তিনি অল্পদিনের মধ্যে ভোগ করিয়াছিলেন। ক্রমে২ তিনি এমন দৈন্যাবস্থায় পতিত হইলেন যে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্তিরও দুঃখ উপস্থিত হইল। রাজার নৃশংসাচরণ দ্বারা তাঁহাকে শীঘ্র রাজধানী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এবং তিনি প্রাচীনাবস্থায় অতি দুঃসহ যাতনা ভোগ করিয়া "বালাডলিড্" নগরে ১৫০৬ অব্দের ২০মে কলেবর পরিত্যাগ করেন ইতি।